STOP
ATROCITIES
ON
MINORITIES

পরিষদ বার্তা

মে ২০১৬
নবপর্যায় ৩৭
মূল্য ১০ টাকা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আয়োজিত জাতীয় সংলাপে বক্তব্য রাখছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও ১৪ দলের সমন্বয়ক মোহাম্মদ নাসিম। মঞ্চে উপবিষ্ট জাতীয় নেতৃবৃন্দ। আরও ছবি অষ্টম পৃষ্ঠায়। ছবি : পরিষদ বার্তা

প্রিয় নেতা প্রমোদ মানকিন আর নেই

নির্মল রোজারিও

বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পৃষ্ঠা ৫

ঐক্য পরিষদের ৭ দফা দাবির সাথে একাত্মতা

জাতীয় সংলাপে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজের উদ্বেগ, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি বিপর্যয়ে পড়বে

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আয়োজিত জাতীয় সংলাপে জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনজীবনে বিরাজিত সংকটজনক পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং তাদের উত্থাপিত ৭-দফা দাবির প্রতি সুগভীর সংহতি ও একাত্মতা প্রকাশ করে বলেছেন, সংখ্যালঘু সমস্যা কেবল সংখ্যালঘুদেরই নয়। এ সমস্যা জাতীয় সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে জাতীয় আন্দোলন গড়ে তুলতে দেশে সকল রাজনৈতিক দলকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় দেশের শান্তি উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। গত ১৪ মে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি সাংসদ উষাতন তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংলাপে অন্যান্যের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এম.পি ও সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এম.পি, বি.এন.পি'র লেঃ জেঃ মাহবুবুর রহমান ও আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এম.পি, কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম পৃষ্ঠা ২

হায়! শ্যামল ভক্তের অনেক ভক্ত!!

অজয় দাশগুপ্ত

স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের বেত মারা কিংবা অন্যভাবে মারধরের ঘটনা দণ্ডযোগ্য অপরাধ। উন্নত দেশগুলোতে বাবা-মা সন্তানকে চড়-থাপ্পড় মারলেও জেল-জরিমানার ঝুঁকিতে পড়েন। আমাদের স্কুলে দেখেছি, স্কুলের ব্যয়ের একটি খাত ছিল বেত কেনা। শিক্ষকরা ছাত্রকে বেত্রাঘাতে রক্তাক্ত পর্যন্ত করে ফেলেছেন। ছাত্র জ্ঞান হারিয়েছে– এমনটিও ঘটতে দেখেছি। পৃষ্ঠা ৪

শিক্ষক লাঞ্ছনা-অবমাননা: আক্রান্ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

নারায়ণগঞ্জের জাতীয় পার্টির সাংসদ সেলিম ওসমান তাঁরই সংসদীয় এলাকায় এক স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে কথিত 'ধর্ম নিয়ে কটূক্তি' করার অভিযোগে ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে তাঁর ভাষায় তাকে বাঁচাতে দশবার কানধরে উঠবস করার 'শাস্তি' দিয়েছেন সম্প্রতি। এই সময় সাংসদের সাথে ছিলেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য। অবমাননা ও লাঞ্ছনার শিকার শ্যামল কান্তির বয়ানে জানা যায়, ১০ বার কান ধরে উঠবস করার নির্দেশ দেন সেলিম ওসমান, তারও আগে শ্যামল কান্তির দুই গালে এম.পি মহোদয় দু'টা করে চারটা চড় মারেন বলে অভিযোগ করেন প্রধান শিক্ষক। শিক্ষাবিদের প্রতি আইন প্রণেতার 'আইন' প্রয়োগের নজীরবিহীন সচিত্র প্রতিবেদন টিভি-তে দেখে ক্ষুব্ধ, স্তম্ভিত, হতবাক হয়েছেন দেশবাসী।

পত্রিকান্তরে ও টিভি সংবাদে জানা গেছে, বন্দর থানার পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের রিফাত নামে এক ছাত্রকে শারীরিকভাবে শাস্তি দিয়েছিলেন উক্ত প্রধান শিক্ষক। এ ঘটনায় অনুতপ্ত হয়ে তিনি ছাত্রের বাসায় যান এবং পৃষ্ঠা ৪

নারায়ণগঞ্জে শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে কান ধরে ওঠবস করান সাংসদ সেলিম ওসমান। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ঐক্য পরিষদের সমাবেশে সমবেত নেতৃবৃন্দ কান ধরে ওঠবস করে সারাদেশে চলমান প্রতিবাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে এদেশে সংখ্যালঘু হিসেবে জন্ম নেয়ার অপরাধেও জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়। ছবি : পরিষদ বার্তা

---

৭ দফা দাবির সাথে একাত্মতা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সেলিম, বাসদের সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা), একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী, মাহবুবউদ্দিন আহমদ বীরবিক্রম (এস.পি. মাহবুব), সাংবাদিক কামাল লোহানী, অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন, ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মেসবাহ্ কামাল, ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুস, জাসদের সাধারণ সম্পাদক শিরীন আখতার এম.পি, সাম্যবাদী দলের সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া, সাংবাদিক সৈয়দ আবুল মকসুদ, নারী নেত্রী খুশী কবির প্রমুখ। জাতীয় পার্টির সম্মেলন থাকায় নেতৃবৃন্দের কেউ উপস্থিত থাকতে না পারলেও সংগঠনের কো-চেয়ারম্যান জি. এম. কাদের সংলাপের সফলতা কামনা করে এক বার্তা প্রেরণ করেন। সংলাপে সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রাণা দাশগুপ্ত।

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এম.পি সংলাপে অংশ নিয়ে ক্ষোভের সাথে বলেন, আমরা পাকিস্তানি আমলের মতো আমানত হিসেবে থাকতে চাই না। অসাম্প্রদায়িক সরকার ক্ষমতায় থাকার পরেও এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর যথাযথ অংশীদারিত্ব ও ক্ষমতায়নের অধিকার নিশ্চিত করা হবে না তা হবে না। শুধুমাত্র আশ্বাসে আর চিড়ে ভিজবে না। সংখ্যালঘুরা তাদের ন্যায় সংগত অধিকারের জন্যে লড়াই করবে, এটি-ই আজ বাস্তবতা। দেশে সকল রাজনৈতিক দলকে নিয়ে সংলাপের আয়োজনকে এক অভূতপূর্ব সাফল্য বলে বর্ণনা করেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এম.পি বলেন, জনগণের সমস্যা সমাধানে সরকার আন্তরিক। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদক্ষেপও গ্রহণ করছে। তবে সব কিছুই মসৃণভাবে করতে পারছে না বিভিন্নমুখী বাধার কারণে। প্রশাসনের মধ্যে গণবিরোধী শক্তির অবস্থান আছে। সংখ্যালঘুদের জমি-জমা যারা দখল করছে, হামলা করছে তাদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, অবশ্যিই একদিন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতি ৭২-র সংবিধানে পৌছুতে পারবে। সংখ্যালঘু-আদিবাসীদের সকল বিষয়ে সরকার সচেতন রয়েছে। কোন অন্যায়কে ছাড় দেয়া হবে না। তিনি দাবিপূরণে সরকারকে সময় দেয়ার জন্যেও দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

সন্তু লারমা বলেন, ঐকমত্যের ৭-দফা দাবি পূরণের দায়িত্ব সরকারের। শুধু সমর্থন দিলেই হবে না, করণীয়ও তাদের নির্ধারণ করতে হবে। তিনি ৭-দফা দাবিকে আদিবাসী-সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর 'প্রাণের দাবি' হিসেবে অভিহিত করে বলেন, দাবি আদায়ে আন্দোলন অপরিহার্য। এ আন্দোলনে সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে গণমুখী শাসন ব্যবস্থা নেই বলে উল্লেখ করে দুঃখের সাথে সন্তু লারমা বলেন, বাম হোক, জাতীয়তাবাদী হোক- কোন দলই তাদের নিজস্ব কর্মসূচি ছাড়া সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে এগিয়ে আসে নি।

আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, গণতান্ত্রিক পরিবেশ, আইনের শাসন, মানবাধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ইত্যাদি যথাযথভাবে না থাকলে সমাজের অনেক চাহিদা পূরণ সহজ হয় না। তিনি ৭-দফা দাবির প্রতি তাঁর দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করে বলেন, এর অনেকগুলোই বাস্তবায়নযোগ্য। কিছু দফা আলোচনার দাবি রাখে। ২০০১ সালের পূর্বাপর সময়ে সংঘটিত ঘটনার মতো বর্তমানেও সংখ্যালঘুদের জায়গা-জমি, বাড়ি-ঘর দখল ও তাদের উপর হামলার সাথে যারা জড়িত তাদের সুচিহ্নিত করার জন্যেও তিনি তদন্ত কমিশন গঠনের দাবি জানান। লেঃ জেঃ মাহবুবুর রহমান তাঁর বক্তব্যে সংবিধানে সমতা ও সম-মর্যাদার পরিপন্থী যা কিছু আছে তা সংশোধনের উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, দেশত্যাগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাধ্য হচ্ছে, দু'দশক পেরিয়ে গেলেও পার্বত্য শান্তিচুক্তি আজো বাস্তবায়িত হয় নি- এটি দুঃখের বিষয়। রাশেদ খান মেনন এম.পি সংবিধানের সাংঘর্ষিক বিধানসমূহ বিলুপ্ত করতে না পারা 'দুঃখ ও দুর্ভাগ্যজনক' বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, সংবিধান সংশোধনকালে যতটুকু চাপ রাজনৈতিক দলগুলোর করা উচিত ছিল তা করে নি। পাকিস্তান আমলের মতো সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে তারা এগিয়ে আসছে না। যে দল যখন ক্ষমতায় থাকে তখন সে দল সংখ্যালঘুদের জায়গা-জমি দখলে এগিয়ে থাকে। এটি অস্বীকারের আজ আর কোন উপায় নেই। তা-ই সংখ্যালঘু-আদিবাসীদের অস্তিত্ব রক্ষায় দল-মত নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার সময় হয়েছে। এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল উল্টো দিকে চলছে কি না, আপোষকামীতার মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক শক্তিসমূহের এজেন্ডা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে কি না- তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ জনগণের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সংখ্যালঘু সমস্যা কেবল তাদের নয়, এটি জাতীয় সমস্যা। এ সমস্যা পূরণে সকল রাজনৈতিক, সামাজিক শক্তিকে দৃঢ় অংগীকার নিয়ে এগিয়ে আসার এখনই সময়।

ডা: বি বি চৌধুরী আর নেই

॥ নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের যুক্তরাজ্য শাখার নেতা, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি যুক্তরাজ্য শাখার যুক্তরাজ্য সভাপতি, সিপিবি'র সাবেক সভাপতি, প্রবীণ রাজনীতিক ডাঃ বি বি চৌধুরী আর নেই। রবিবার বাংলাদেশ সময় সকালে ঢাকায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে ডাঃ চৌধুরীর বয়স হয়েছিলো ৮৫ বছর। লন্ডনে দীর্ঘদিন জিপি'র দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে প্রবীণ এই চিকিৎসক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুক্ত হন। এরজন্য বর্ণবাদী হামলার শিকারও হতে হয়েছে তাঁকে। ডাঃ চৌধুরী বেশ কয়েক বছর যাবত সমাজ সেবার লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশে অবস্থান করছিলেন। ঢাকার অদূরে গাজীপুরে নিজ উদ্যোগে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজ তদারকীতে নিকটস্থ একটি হোটেলে অবস্থানকালীন হঠাৎ করে হৃদরোগে আক্রান্ত হলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় এম্বুলেন্সেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মানবতাবাদী এই প্রবীণ রাজনীতিক-চিকিৎসক।

ডা. বিবি চৌধুরী বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী যুক্তরাজ্য সংসদের উপদেষ্টা ছিলেন। পূর্ব লন্ডনে তাঁর একটি বাড়ি দীর্ঘদিন উদীচীর কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। এ কার্যালয়টি উদীচী ছাড়াও সত্যেন সেন স্কুল অব পারফর্মিং আর্টস, সিপিবি যুক্তরাজ্য শাখা ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির যুক্তরাজ্য শাখা অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অকৃতদার এই গুণী ব্যক্তি এ জন্য কোনো ভাড়া নেননি। পূর্ব লন্ডনের রংপুর রোডে আরেকটি বাড়ি তিনি উদীচীর বড় কোনো অনুষ্ঠানে ব্যবহার করতে দিতেন। ডা. বিবি চৌধুরী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় কলকাতা গণনাট্য সংঘের সদস্য হয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন।

নির্বাচন বর্জন ছাড়া বিকল্প থাকবে না

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

সাংবাদিক বন্ধুগণ, আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। অভয়নগরের মালোপাড়ায় হিন্দু সম্প্রদায় ২০১৪ সালে যে ভয়াবহ অত্যাচারের শিকার হয়েছিলো তার শঙ্কা থেকে এখনো তারা মুক্ত হতে পারে নি। মালোপাড়া মন্দিরের পাশে পুলিশের অস্থায়ী ফাঁড়ি থাকা সত্ত্বেও তারা আজও স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না। রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে না। কারণ মালোপাড়ার ঘটনার জন্যে আজও কোন ব্যক্তির শাস্তি হয়নি। প্রকাশ্যে ঘটনার জন্যে দায়ী ব্যক্তিরা যে শুধু ঘোরাফেরা করে তা-ই হয়, হুমকি-ধামকিও অব্যাহত রয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের সব লোকজন মূলত মৎস্যজীবী। বাওড়ে আইনানুগভাবে মৎস্য আহরণ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। বংশপরম্পরায় এ হচ্ছে তাদের পেশা এবং তাদের জীব-জীবিকার উৎস। অতি সম্প্রতি অজ্ঞাতকারণে বাওড়ে তাদের মাছ ধরার অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। শুধু কি তাই ? সেখানে আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীক পেয়ে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন জনৈক সরদার বাবুল আক্তার। তার পরিবারের লোকজন আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলের সাথে জড়িত। ২০১৪ সালের ঘটনার জন্যে দায়ী এ পরিবারের সদস্যরা। বাবুল আকারের বড় ভাই সরদার আনোয়ার হোসেন মালোপাড়ার ঘটনার সক্রিয় ইন্ধনদাতা। সেদিনকার পত্র-পত্রিকার সংবাদে তা গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়েছে। সামনের ইউপি নির্বাচন এবং তার পরের ভবিষ্যৎ নিয়ে মালোপাড়ার মানুষ ভয়ানকভাবে শংকিত হয়ে পড়েছে। তাদের বক্তব্য, ২০১৪ সালের পরও দেশের মাটি আঁকড়ে আছি। আর থাকা যাবে না। সরকারকে বলবেন 'আমরা সবাই দেশ ছেড়ে চলে যাব। নির্বাচনে ভোটও দেব না।'

যশোরের পাশাপোলে শাহীন ও তার দলবল ইতোমধ্যে রটিয়ে দিয়েছে নৌকা প্রতীক নিয়ে আবার সে নির্বাচনী মাঠে নামছে। এ ঘটনায় শুধু পাশাপোলের হিন্দু সম্প্রদায় নয়, আশেপাশের গ্রামের সবাই শংকিত। কেউ কোন কথা বলার সাহস পাচ্ছে না। যতটুকু জানা গেছে, শাহীন চেয়ারম্যান ২০১১ সালের আগে বিএনপি'র রাজনীতির সাথে জড়িত ছিল। সরকারি দলের স্থানীয় প্রভাবশালীর কোন নেতার আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে সে আওয়ামী লীগে যোগ দেয় এবং চেয়ারম্যানও হয়। চেয়ারম্যান হিসেবে থাকা অবস্থায় শুধুমাত্র ৩০টি হিন্দু পরিবারই তার ও তার বাহিনীর অত্যাচারে দেশছাড়া হয়নি; বাড়িখালির ধীরেন, রানীখালীর পঞ্চানন, মালিগাতির জয়দেব, বড়গোবিন্দপুরের কার্তিক নির্যাতিত হয়ে পরিবার-পরিজনসমেত সন্ত্রস্ত অবস্থায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পরিবারে আশ্রয় দিয়ে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হচ্ছে। এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, সুন্দরী কন্যাকে অপহরণ করে আটকিয়ে রেখে গণধর্ষনের ভয় দেখিয়ে তার পিতার কাছ থেকে জোরপূর্বক জমি তার নামে লিখে দিতে বাধ্য করা হয়েছে। দেশে থাকতে হলে চাঁদা দিতে হবে– এমনতর হুমকি দিয়ে ও কথিত বিচারের নামে বিশাল অংকের অর্থদণ্ড করে স্থানীয় হিন্দুদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় শাহীন চেয়ারম্যান ও তার বাহিনীর নিত্যদিনের কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়েছে। এলাকার সাধারণ লোক এহেন অবর্ণনীয় অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েও ভয়ে মুখ খুলতে কিছুতেই সাহস পাচ্ছে না। ইউনিয়নের হিন্দুঅধ্যুষিত গ্রামগুলো ইতোমধ্যে বিরাণ জনপদে পরিণত হতে চলেছে। স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় স্পষ্ট করে জানিয়েছে, ইউ.পি চেয়ারম্যান নির্বাচনে নৌকা প্রতীক নিয়ে শাহীন চেয়ারম্যান নির্বাচনী মাঠে যদি আসে তবে এরা একযোগে ভোট বর্জন করবে। তারা আরো বলেছে, শাহীন চেয়ারম্যান পদে আবারো নিবাচিত হলে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যাওয়া ছাড়া তাদের আর কোন বিকল্প থাকবে না। আজকের এ সংবাদ সম্মেলন থেকে তা-ই সরকারি দলসহ সকল রাজনৈতিক দলের কাছে আমাদের দাবি- স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ের যে কোন নির্বাচনে সংখ্যালঘু স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেবেন না। যদি দেন তবে নির্বাচন বর্জনসহ বিকল্প পথের সন্ধানে রত থাকতে আমরা বাধ্য হবো। সে পথে আমাদের ঠেলে দেবেন না জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে বিবেচনায় রেখে।

প্রিয় সাংবাদিক ভায়েরা,

টুঙ্গীপাড়ার বৃদ্ধ সাধু পরমানন্দ রায়কে চাপাতির কোপে হত্যার সংবাদ আপনারাই গোটা জাতিকে জানিয়েছিলেন। এ হত্যার সাথে জড়িত শরীফুল শেখ বলেছে, চাড়াল একটাও বাংলাদেশে রাখবে না। দুঃখের সাথে বলতে চাই, প্রশাসনের কেউ কেউ তাকে মানসিক রোগী হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে অপরাধকে আড়ালের অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। হিন্দু, মুসলিমনির্বিশেষে এলাকার সর্বস্তরের লোকজন পরমানন্দ হত্যার ঘটনায় জড়িতদের বিচারের শাস্তির দাবি করলেও টুঙ্গীপাড়ার সংখ্যালঘুরা নিদারুণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় রয়েছে।

প্রিয় সংবাদিক বন্ধুগণ,

ইতোমধ্যে সারাদেশে ইউপি নির্বাচন শুরু হয়েছে। ২০১৬ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনকালের পূর্বাপর সময়ে আমাদের হিসেবানুযায়ী, কমপক্ষে ৫৬৫টি সাম্প্রদায়িক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। স্থানীয়-জাতীয় পর্যায়ের সকল নির্বাচনে সংখ্যালঘুরা সাম্প্রদায়িক সহিংসতার শিকার অব্যাহতভাবে হয়ে আসছে, এটা ঠিক কিন্তু দেখা যায়, নির্বাচনে প্রার্থী নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গী প্রায় এক ও অভিন্ন। এবারেও তার ব্যতিক্রম নয়। এবারে এই ব্যতিক্রমতার মধ্যে ইতিমধ্যে নির্বাচিত কয়েক হাজার ইউপি চেয়ারম্যানের মধ্যে হাতে গোনা যে ক'জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক আওয়ালী লীগের নৌকা প্রতীক পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলার ৫নং জলাবাড়ী ইউনিয়নের আশিস কুমার বড়াল তার মধ্যে অন্যতম। গত ২২ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৌহিদুল ইসলাম তৌহিদ আওয়ামী লীগের নমিনেশন না পেয়ে জাতীয় পার্টির (জে.পি'র) সাইকেল প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেন। নির্বাচনে আশিস কুমার বড়াল প্রায় ৬০০০ ভোটের ব্যবধানে তাকে হারিয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। অথচ দুঃখের সাথে বলতে হয়, তৌহিদুল ইসলাম নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্যে আশিস কুমার বড়ালের প্রাণনাশের অপচেষ্টা চালিয়েছে। নির্বাচনের আগের দিন প্রকাশ্য দিবালোকে বেলা ১১ টার দিকে পরিকল্পিতভাবে তার উপর হামলা চালায় তৌহিদুল ইসলাম ও তার ভাই সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মহিদুল ইসলাম মুহিদ ৬০/৭০ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী নিয়ে। সন্ত্রাসীরা মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্যে বেকি দা দিয়ে আশিসের মাথায় ৬টি কোপ দেয়, হাতুড়ি দিয়ে তার ডান হাতের কব্জি ও তার উপরের অংশ ভেঙে দেয়, আশিসের বাম হাতের আঙুল থেঁতলে দেয় এবং রড দিয়ে ঘাড়ে, পিঠে আঘাত করে। আশিসের আরও ১২জন কর্মীকে কুপিয়ে/পিটিয়ে মারাত্মক আহত করে। আশিসের মৃত্যু নিশ্চিত ভেবে তাকে ঠেলে একটি ডোবার ভেতরে ফেলে রেখে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। পরে অন্যদের সহায়তায় তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় নেছারাবাদ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পরে বরিশাল শেরে বাংলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায় ঐদিন রাত ৮ টায় বরিশাল থেকে তার স্ত্রী শিবানীকে ডেকে নিয়ে তাকে বাদী করে নেছারাবাদ থানায় তড়িঘড়ি করে রাত ১০টায় একটি মামলা দায়ের করা হয় স্থানীয় সরকারী দলের ক'জন নেতা; যারা প্রকারান্তরে গোপনে তৌহিদের পক্ষে কাজ করছে। মূল লক্ষ্য কৌশলে মুহিদসহ ঘটনার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ৩০ জনকে আসামী তালিকা থেকে বাদ দেওয়া এবং নিরীহ-নিরাপরাধ মিলন বড়ালকে মামলার আসামীভুক্ত করা।

১২ দিন হাসপাতালে থাকার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে আশিস বড়াল ঘটনাটি জানতে পেরে নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর লিখিতভাবে জানায় এবং পুলিশসুপার পৃষ্ঠা ৫

---

২০ মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে প্রদত্ত ঐক্য পরিষদের স্মারকলিপির পূর্ণ বিবরণ

জননেত্রী শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

স্মারকলিপি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই সশ্রদ্ধ অভিবাদন। আপনার নেতৃত্বে দেশ ও জাতি উন্নততর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে- এজন্যেও জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

মাননীয় জননেত্রী,

এসব সত্ত্বেও এদেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী অব্যাহতভাবে বৈষম্য, বঞ্চনা, অবহেলার শিকার। তাদের অস্তিত্ব সীমাহীন সংকটের মুখোমুখি। অব্যাহত সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় নিরাপত্তাহীনতার দিকে ঠেলে দিয়ে দেশত্যাগে তাদের বাধ্য করা হচ্ছে। দেশ ও জাতির স্বার্থে যা কোনক্রমেই মঙ্গলজনক নয় বলে আমরা মনে করি।

এমনতরো পরিস্থিতিতে গত ৪ ডিসেম্বর' ২০১৫ ঢাকার ঐতিহাসিক সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যানে অস্তিত্ব রক্ষার প্রত্যয়ে এবং সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার তাগিদে লক্ষাধিক ভাগ্যাহত জনগোষ্ঠীর উপস্থিতিতে এক বিশাল মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, যাতে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ৭-দফা দাবিনামা গৃহীত হয়। এ দাবিনামায় যে সব দাবি রয়েছে তা হলো-

১. ক্ষমতায়ন ও প্রতিনিধিত্বশীলতা

(ক) জাতীয় সংসদে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর যথাযথ অংশীদারিত্ব ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুক্ত নির্বাচনের (সার্বজনীন ভোটের) ভিত্তিতে ২০% হারে (৭০-র জনসংখ্যা অনুসারে) ৬০টি আসন সংরক্ষণ করতে হবে। জনপ্রতিনিধিত্বশীল সকল সংস্থায়ও অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(খ) সাংবিধানিক পদসহ প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বস্তরে, পররাষ্ট্র, পুলিশ ও প্রতিরক্ষা বাহিনীসহ সরকারি চাকরির সকল স্তরে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের ন্যূনতম ২০% পদায়ন সুনিশ্চিত করতে হবে।

(গ) ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে দেশের সব রাজনৈতিক দলের তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত প্রতিটি সাংগঠনিক কমিটির নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অন্যূন ২০% হারে সংখ্যালঘু-আদিবাসীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে।

২. সাংবিধানিক বৈষম্য বিলোপকরণ

(ক) রাষ্ট্রীয় অন্যতম মূলনীতি 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সম্পর্কীয় সংবিধানের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক ২ক অনুচ্ছেদের বিলোপ করে ১৯৭২ সালের সংবিধানের মৌল আদলে রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকারের ও পরিচয়ের স্বীকৃতি দিতে হবে।

(গ) ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক রক্ষাকবচ (Constitutional Safeguard) সম্বলিত অনুচ্ছেদ সংবিধানে সংযোজন করতে হবে।

৩. সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা

(ক) ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও সমতলের আদিবাসীদের কল্যাণে ও উন্নয়নে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে।

(খ) ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও কল্যাণে জাতীয় রাজস্ব বাজেট থেকে বার্ষিক বরাদ্দ প্রদান করে বিদ্যমান কল্যাণ ট্রাস্টসমূহকে ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করতে হবে এবং অনুরূপভাবে আদিবাসীদের জন্যও পৃথক ফাউন্ডেশন গঠন করতে হবে।

(গ) ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের মানবাধিকার সুরক্ষায় জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করতে হবে।

(ঘ) সংসদ অধিবেশন, মন্ত্রীপরিষদের শপথ গ্রহণসহ রাষ্ট্রীয় সকল কর্মসূচি শুরুর পূর্বে সকল ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) ৪৭ থেকে এ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে দেশের সংখ্যালঘু-আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমানহারে হ্রাসের কারণ নির্ণয়নে ও তা রোধে সুপারিশ প্রদানের নিমিত্তে সংসদীয় কমিশন গঠন করতে হবে।

(চ) আদিবাসী ককাসের অনুরূপ ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুবিষয়ক সংসদীয় ককাস গঠনে উদ্যোগ নিতে হবে।

(ছ) সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রাষ্ট্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৪. স্বার্থবান্ধব আইন বাস্তবায়ন ও প্রণয়ন

(ক) পার্বত্য শান্তিচুক্তির দ্রুত বাস্তবায়নসহ এ চুক্তির আলোকে পার্বত্য ভূমি কমিশন আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে অনতিবিলম্বে তা কার্যকর করতে হবে।

(খ) সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি সমস্যার নিশ্চিত সমাধানের নিমিত্তে পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করে তাদের ভূমির অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।

(গ) ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু স্বার্থবান্ধব অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, দানের ঘোষণা সম্বলিত নিবন্ধন আইন ও হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইনের দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

(ঘ) দেবোত্তর সম্পত্তি আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে;

(ঙ) অধিকতর অনগ্রসর জনগোষ্ঠী হরিজন, দলিত, ঋষি সম্প্রদায় এবং অবহেলিত চা-শ্রমিকদের পেশা ও ভূমির অধিকার সামগ্রিক কল্যাণে সকল প্রকারের সামাজিক বৈষম্য নিরসনে বিশেষ আইন প্রণয়নসহ নানাবিধ কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে শিক্ষিত হরিজন, দলিত, ঋষি জনগোষ্ঠীর শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি কোটার মাধ্যমে নিয়োগের নিমিত্তে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনতিবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. শিক্ষা ব্যবস্থার বৈষম্য নিরসন

(ক) জাতীয় স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড প্রণীত ও অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকে দেশের সকল ধর্ম ও জাতিসত্তার সম-মর্যাদার প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

(খ) দেশের সকল বিদ্যালয়ে ইসলাম ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ অপরাপর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সকল পর্যায়ের ধর্মশিক্ষকের ক্ষেত্রে বেতন বৈষম্যের অবসান করতে হবে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে, অনুদানে ও পরিচালনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সকল ধর্মের ধর্মীয় শিক্ষায়তন চালু করতে হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মশিক্ষার বিদ্যমান শিক্ষায়তনগুলোকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে হবে।

৬. দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ

(ক) ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের ওপর হামলার ক্ষেত্রে দায়মুক্তির সংস্কৃতির অবসান ঘটাতে হবে এবং তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে।

(খ) সংখ্যালঘু সুরক্ষাজনিত আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত দ্রুত বিচার আইন ও সন্ত্রাস দমন আইনে শাস্তির বিধান বাড়িয়ে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের দ্রুততম সময়ে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগ সুনিশ্চিত করতে হবে।

(গ) ২০০১ সালের নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সহিংস ঘটনাবলীর বিষয়ে গঠিত সাহাবুদ্দিন কমিশন রিপোর্টের সুপারিশমালার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

(ঘ) সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসরোধে এলাকার জনপ্রতিনিধিদের, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ও আইন-শৃংখলা বাহিনীর সদস্যদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ

যে কোন ধরনের সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, বর্ণবৈষম্য ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ রোধে রাষ্ট্রকেই দায়িত্ব নিতে হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

মাননীয় জননেত্রী,

আমরা সুগভীর দুঃখ ও উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি, শুধুমাত্র মন্দির-গির্জা-মঠ-প্যাগোডায় অব্যাহত হামলা-ই নয়, মহানবী (সাঃ)কে কটূক্তি ও ইসলাম ধর্মকে অবমাননার মিথ্যা অভিযোগ তুলে এবং নানা গুজব ছড়িয়ে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের নানানভাবে হয়রানি, লাঞ্ছনার একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে ২০০৯ সাল থেকে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, এর সাথে জড়িত হয়ে পড়ছে নানান রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও। কোন কোন স্থানে হামলা ও হয়রাণীর শিকার সংখ্যালঘুদের মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিনা অপরাধে অহেতুক শাস্তি দিয়ে এলাকায় কথিত 'শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা'র ধুয়া তোলা হয়েছে, হচ্ছে। প্রশাসনও এর সাথে জড়িয়ে পড়ছে। এসব ঘটনায় আমরা নিদারুণভাবে উদ্বিগ্ন ও বিচলিত। আপনার কাছে আমাদের বিনীত প্রত্যাশা, চলমান নির্যাতন-নিপীড়নসহ কথিত 'ধর্মীয় অনুভূতিতে' আঘাতের নামে সকল সাম্প্রদায়িক সহিংসতার চির অবসানে আপনি কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

মাননীয় জননেত্রী,

আপনি এ দেশের গণতন্ত্রের মানসকন্যা। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও ধর্মীয় বৈষম্য অবসানের লক্ষ্যে আপনার অবিচল ভূমিকা আমরা সুগভীর কৃতজ্ঞতায় লক্ষ্য করছি। এজন্যে আপনার প্রতি রইলো আমাদের শ্রদ্ধাভিবাদন।

আমরা আশা করবো, স্বাধীনতার ঘোষণায় বর্ণিত সাম্য, সমতা ও মানবিক মর্যাদা সুনিশ্চিতকরণার্থে আপনার কাছে পেশকৃত স্মারকলিপিতে বর্ণিত ৭-দফা দাবি সুগভীর বিবেচনায় বিবেচিত হবে যা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল বাঙালির বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় নিঃসন্দেহে বিশাল ভূমিকা পালন করবে, ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে আশা ও আস্থাহীনতার দোলাচাল থেকে উত্তরণে সাহায্য করবে।

আপনার সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করছি।

নিবেদনান্তে-
মেজর জেনারেল (অবঃ) সি.আর.দত্ত বীরউত্তম, সভাপতি
উষাতন তালুকদার এম.পি, সভাপতি
রাণা দাশগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ
২০ মে, ২০১৬

লৌহজং এ সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা, ভাংচুর ॥ আহত ২০

॥ মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি ॥

২৩ এপ্রিল শনিবার নির্বাচনের দিন লৌহজং উপজেলার খিদিরপাড়া ইউনিয়নের পিংরাইল গ্রামে আনুমানিক সকাল ৭.২০ মিনিট হতে ৮.৩০ মিনিটের মধ্যে দফায় দফায় হামলার শিকার হন ১৫টি হিন্দু পরিবার। হিন্দু অধ্যুষিত পিংরাইল গ্রামে ৫৫৮ জন হিন্দু ভোটার। যে কোন নির্বাচন হোক সবসময় বলির পাঁঠা হয় এই হিন্দু পরিবারগুলো। পিংরাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রটি দখল করে ভোট ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী শাহনেওয়াজ মৃধা ও ফুটবল মার্কার মেম্বার প্রার্থী মামুন শেখের কর্মী সমর্থকরা দেশীয় ধারালো অস্ত্র সজ্জে সজ্জিত হয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িতে ঢুকে ২০ জন নারী পুরুষকে আহত করে বাড়ি ঘরে হামলা, ভাংচুর ও তান্ডব চালায়। পাঁচ শতাধিক হিন্দু পরিবার নৌকায় ভোট দিয়ে এখন ভিটে মাটি ছাড়ার উপক্রম। তাই চরম আতংকিত হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে নিজের ঘরে তালা মেরে আশ্রয় নেন আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে। এতে আতংক ও প্রচন্ড নিরাপত্তাহীনতায় ভূগছে লৌহজং উপজেলা খিদিরপাড়া ইউনিয়নের পাঁচ শতাধিক হিন্দু পরিবার। পিংরাইল গ্রামে ঐ সময় বাড়িঘরে থাকা নারী পুরুষদের মারধর করে এবং দেশ ছাড়ার হুমকি দেয় দুর্বৃত্তরা। এই ঘটনায় বটকৃষ্ণ পোদ্দার, সুদেব ঢালী, তাপস পোদ্দার, দ্বীন বন্ধু সরকার, রিপন মলিক, সাধনা রানী সরকার, বিভা রানী পোদ্দার, গনেশ রায়, মোহন্ত সরকার, মায়া রানী সরকার, গোবিন্দ রায় ও খগেন মলিকসহ আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হামলার অব্যবহিত পর মুন্সীগঞ্জ জেলা ও উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও পূজা উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং আহতদের খোঁজ খবর নেন। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ এপ্রিল পিংরাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে উপজেলা সভাপতি রঞ্জিত সরকারের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয়। সমাবেশে জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও লৌহজং উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান পৃষ্ঠা ৬

শিক্ষক লাঞ্ছনা-অবমাননা : আক্রান্ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছাত্র ও তার অভিভাবকের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেন। স্কুল পরিচালক কমিটির সভায় বিষয়টি আলোচিত হয়। অতঃপর ১৩ মে শুক্রবার স্থানীয় মসজিদ থেকে কে বা কারা ঘোষণা দেয় শ্যামল কান্তি ধর্ম অবমাননা করে বক্তব্য দিয়েছেন। এই ঘোষণায় জড়ো হওয়া উত্তেজিত কিছু মানুষ শ্যামল কান্তিকে মারধর করতে থাকে। এক পর্যায়ে স্থানীয় সাংসদ সেলিম ওসমানকে খবর দেয়া হলে তিনি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও পুলিশ সমভিব্যহারে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে শিক্ষক শ্যামল কান্তিকে উপরে উলিখিত শাস্তি প্রদান করেন এবং উক্ত বিদ্যালয় থেকে তাকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত দেন। অথচ টেলিভিশনের সচিত্র সংবাদে দেশবাসী জানতে পারলেন স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য, উক্ত মসজিদের ইমাম ও রিফাতের মায়ের স্পষ্ট ভাষ্য যে, শ্যামল কান্তি কোনরূপ ধর্ম অবমাননার বক্তব্য দেননি। মসজিদের ইমাম একথাও বলেছেন, তার অজ্ঞাতে কয়েক জন ব্যক্তি মসজিদের মাইক ব্যবহার করে পালিয়ে যায়।

সর্বোপরি বিস্ময়বিমূঢ় দেশবাসী একথাও জানতে পারলেন যে এম.পি কর্তৃক শিক্ষক লাঞ্ছনা-অবমাননার ঘটনার সময় উপস্থিত জনতা মুক্তিযুদ্ধের রণধ্বনি 'জয়বাংলা' শ্লোগান দিতে থাকে।

শোভনতা-ভব্যতা ও আইনের সকল সীমা লংঘন করে প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে যখন কানধরে উঠবস করানো হয় তখন শাস্তিদাতা আইন সভার সদস্য সেলিম ওসমানের সাথে ছিলেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য। আইন সভার সদস্যের যে আইন প্রয়োগের ক্ষমতা থাকে না এবং বিনা তদন্তে ও বিচারের আগে এহেন লজ্জাজনক 'শাস্তি' দান যে ফৌজদারী অপরাধ তা উপেক্ষা করে একজন মর্যাদাবান শিক্ষককে কানধরে উঠবস করানোর মধ্য দিয়ে জাতির বিবেক, অভিভাবক এবং মানুষ গড়ার কারিগরদের তথা সমগ্র জাতিকে চরমভাবে অপমানিত করা হোল।

এক্ষেত্রে অভিনন্দন যোগ্য ভূমিকা পালন করেন শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বিব্রতকর অবস্থা থেকে সরকারকে উদ্ধার করতে দ্রুত তদন্ত কমিটি গঠন এবং পরের দিন তদন্ত রিপোর্ট পেয়ে জানান যে, শ্যামল কান্তির বিরুদ্ধে আনীত ধর্ম অবমাননার অভিযোগ সত্য নয়। এছাড়া শ্যামল কান্তি ভক্তকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে পুনর্বহাল এবং স্কুল পরিচালনা কমিটি বাতিল ঘোষণা করে জেলা প্রশাসকের হাতে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করা হয়। এতে ক্ষুব্ধ অপমানিত দেশবাসী কিছুটা স্বস্তি পায়। মহামান্য হাইকোর্ট এ লজ্জাজনক ঘটনার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে তিন দিনের মধ্যে আইনী ব্যবস্থা নিতে রুল জারি করেন। এই অমানবিক ঘটনায় যে সকল মন্ত্রী মহোদয় ও নেতৃবৃন্দ নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান ও ক্ষমা প্রার্থনার দাবি জানান তাদের মধ্যে রয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, সেতুমন্ত্রী ওবায়েদুল কাদের এবং দলীয় নেতা মাহবুবুল হক হানিফ প্রমুখ।

দুর্ভাগ্যজনক যে, জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য সেলিম ওসমানের এই অপরাধ সম্পর্কে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান পতিত স্বৈরাচার এরশাদ নিরব থাকেন।

এরশাদ ভ্রাতা কো-চেয়ারম্যান জানান, সম্মেলনের পরে এই পূর্ণাঙ্গ কমিটি 'নির্বাচিত' হয়নি বিধায় এ সম্পর্কে কিছু বলা যাচ্ছে না, যদিও সম্মেলনের মধ্যেই রওশন এরশাদ কো-চেয়ারপারসন নির্বাচিত হতে বাধা থাকেনি। সুতরাং জাতীয় পার্টি জাতীয় প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য আইন হাতে তুলে নিয়ে সমগ্র জাতিকে অপমানিত করার অপরাধে সেলিম ওসমানের সংসদ সদস্যপদ বাতিলের পদক্ষেপ নেবে মনে হয় না।

পবিত্র ধর্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংসের বর্ম বানিয়ে দেশটিকে যারা পাকিস্তানি মডেলে 'বাংলাস্তান' বানাতে চায়, ঐ উদ্দেশ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িক ও জঙ্গিবাদীদের ধর্ম অবমাননার উছিলা কাজে লাগিয়ে মুক্তবুদ্ধি-যুক্তিবাদী-ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু ভিন্নমত ও ভিন্নজাতির মানুষ নির্বিচারে হত্যার সংস্কৃতি যারা চালু করে, দেশী-বিদেশী চক্রান্তের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায় আলোচিত সাংসদ সেলিম ওসমান কি জঙ্গি সন্ত্রাসের সেইরূপ মদতদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন না? সেলিম ওসমানের পক্ষাবলম্বন করে হেফাজতে ইসলামও নামে বেনামে জামায়াতের সাম্প্রদায়িক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী আস্ফালন ইংগিতবহ। এই অপশক্তির সুরে নারায়ণগঞ্জের ছাত্রলীগের কেউ কেউ সুর মিলাবেন-হুংকার দেবেন তা দুঃখজনক- বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া ছাত্রলীগের কাছে জাতির প্রত্যাশা ভিন্নতর, তবে যুদ্ধাপরাধী বড় রুই-কাতলাদের ফাঁসির পরে অস্তিত্ব রক্ষায় এবং মতাদর্শ প্রতিষ্ঠায় ছাত্রলীগ-যুবলীগ-আওয়ামী লীগ দলে দলে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে রাজনীতিতে জামাতীকরণ ঘটাবে তারই লক্ষণ জেলা-উপজেলায় দেখা যাচ্ছে। এছাড়া, আওয়ামী ওলামা লীগের সংখ্যালঘু বিদ্বেষসহ জামায়াতী সুলভ সাম্প্রদায়িকীকরণ ও পাকিস্তানিকরণের মতাদর্শের প্রচারণা ইংগিতবহ।

ইতোপূর্বে দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে মসজিদের মাইকে ধর্মীয় অবমাননার গুজব ছড়িয়ে রামুর বৌদ্ধ মন্দির ও হাটহাজারীর হিন্দু মন্দির ধ্বংসের ঘটনা, একইভাবে সাঈদীকে চাঁদে দেখা গেছে এরূপ গুজব ছড়িয়ে চাঁপাইনওয়াবগঞ্জে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলা চালানো হয়েছিলো। একই ধারায় নাস্তিকতা ও ধর্মীয় কটাক্ষের অজুহাতে নির্বিঘ্নে একের পর এক টার্গেট কিলিং -এর শিকার হচ্ছেন লেখক-প্রকাশক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুসহ মুক্তবুদ্ধি-যুক্তিবাদী-ধর্মযাজক-সাধুসন্ত ভিন্ন ধর্ম ও ভিন্নমতের এবং ভিন্নজাতির মানুষ। প্রশাসনিক দ্বিধাগ্রস্ততা ও অপারগতা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচারহীনতার কারণে দেশী-বিদেশী অস্ত্র-অর্থ-প্রযুক্তির বলে বলীয়ান হয়ে জঙ্গিচক্র গুজব ও মিথ্যাচারের কৌশল অবলম্বন করে একের পর এক হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। ক্ষমতা ও ভোটের রাজনীতির কারণেও রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং প্রশাসনের একাংশ গুজব-মিথ্যাচার মোকাবেলায় দ্বিধাগ্রস্ত বিধায় মিথ্যাচার ভিত্তিক নৃশংস সন্ত্রাস উৎসাহিত হচ্ছে।

নারায়ণগঞ্জের ঘটনায় সেলিম ওসমান বলেছিলেন জনরোষ থেকে বাঁচাতে তিনি শ্যামল কান্তি ভক্তকে 'শাস্তি' দিয়েছেন। এবং একাজে তাঁকে যারা এনেছিলেন তারা শিক্ষককে শাস্তিদানের সময় 'জয়বাংলা' ধ্বনিতে মেতে উঠেন। মুক্তিযুদ্ধের সেই মহান রণধ্বনি ব্যবহার করবে সাম্প্রদায়িক - উগ্রজঙ্গি গোষ্ঠী এটা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কোন শক্তি মেনে নিতে পারে না, মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনা প্রতিষ্ঠায় প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবাহী সকল দল, সামাজিক, সাংস্কৃতিক-পেশাজীবি সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ/সমন্বিত/যুগপৎ ধারায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষায়- জঙ্গিবাদী সন্ত্রাস মোকাবেলায় এগিয়ে আসতে হবে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলির মতো।

শীর্ষ যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি বিধানের মাধ্যমে ইতিহাসের দায় মোচন ও জাতীয় কলঙ্ক মুক্তির প্রশংসনীয় কাজের পাশাপাশি যুদ্ধাপরাধের রাজনীতি সারা দেশে পুনপ্রতিষ্ঠার দেশি-বিদেশি চক্রান্ত রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক ঐক্যবদ্ধ অভিযানে পরাস্ত করতে হবে।

যুদ্ধাপরাধের জঙ্গি সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী রাজনীতি সারা দেশে তৃণমূলে প্রতিহত করবার ঐক্যবদ্ধ সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। রাষ্ট্রীয় ৪ নীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা, বিশেষতঃ জামায়াত নিষিদ্ধ, তার সকল সংস্থা-সংগঠন বন্ধ করতে হবে, ধর্মের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তির লাঞ্ছনা ও অবমাননাকারী সেলিম ওসমানের সংসদ সদস্যপদ বাতিল এবং তাকে ফৌজদারী অপরাধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের দাবি গণ আস্থা পূরণের স্বার্থে একান্তই জরুরী।

ধর্মীয় অবমাননার নামে ভূয়া-মিথ্যা-গুজব ছড়িয়ে যারা সাম্প্রদায়িক জঙ্গি সন্ত্রাস হত্যা-নির্যাতন চালায় তাদের প্রতিরোধে সরকারি প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, দ্রুত বিচারে তাদের কার্যকর শাস্তি বিধান, অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক গণপ্রতিরোধ সর্বস্তরে গড়ে তোলার বিকল্প নেই।

ধর্মীয় অবমাননার মিথ্যাচারের স্বরূপ উদ্ঘাটনে প্রচার মাধ্যম, অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল দল-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবি-পেশাজীবি- লাঞ্ছনার প্রতিবাদী নাগরিক সমাজের উদ্যোগে দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী শিক্ষক গণআন্দোলন আক্রান্ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সুপ্রতিষ্ঠার পথ দেখাবে।

সভাপতি, ঐক্য ন্যাপ

> এক্ষেত্রে অভিনন্দন যোগ্য ভূমিকা পালন করেন শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বিব্রতকর অবস্থা থেকে সরকারকে উদ্ধার করতে দ্রুত তদন্ত কমিটি গঠন এবং পরের দিন তদন্ত রিপোর্ট পেয়ে জানান যে, শ্যামল কান্তির বিরুদ্ধে আনীত ধর্ম অবমাননার অভিযোগ সত্য নয়। এছাড়া শ্যামল কান্তি ভক্তকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে পুনর্বহাল এবং স্কুল পরিচালনা কমিটি বাতিল ঘোষণা করে জেলা প্রশাসকের হাতে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করা হয়।

হায়! শ্যামল ভক্তের অনেক ভক্ত!!

অজয় দাশগুপ্ত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সব শিক্ষক এমনটি করতেন না। কেবল বদরাগীরাই করতেন। তবে তাদের অনেকে আবার পড়াতেন ভালো। ছাত্রকে কান ধরে ওঠানো-বসানো কিংবা বেঞ্চের ওপর কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখাও শাস্তির অংশ ছিল। অনেক স্কুলে প্রখর রোদে নিল ডাউন করে রাখতেও দেখা গেছে। এতেও দুষ্টু ছেলেদের উপযুক্ত শিক্ষা হতো– সেটা বলা যায় না।

কথায় বলে– স্বভাব যায় না মলে! শাস্তির ভয়েই যদি সব ছাত্রছাত্রী পড়াশোনায় মন দিত তাহলে মেধার ছড়াছড়ি হতো। নারায়ণগঞ্জের একটি স্কুলের শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্ত তার এক ছাত্রকে কী শাস্তি দিয়েছিলেন, সেটা এখন আর গুরুত্বপূর্ণ নেই। বখাটে বা ডানপিটে ছাত্র শিক্ষকের কাছে মার খেয়ে শিক্ষকের নামে মিথ্যা রটনা করেছে– এমন নজির ভূরি ভূরি। পরীক্ষায় নকলের দায়ে বহিষ্কার হলে শিক্ষককে মারধরের ঘটনা নিয়মিত ঘটে। প্রভাবশালী পরিবারের কোনো সন্তান স্কুলে শাস্তি পেলে শিক্ষককে পাল্টা শাস্তি দেওয়ার ঘটনাও কম নেই। অতীতে জমিদাররা এ ধরনের অনর্থ ঘটাতেন। এ যুগে জমিদার নেই। তবে তাদের চেয়েও প্রভাবশালীরা আছেন শহর-গ্রাম সর্বত্র। তারা প্রশাসন ও পুলিশকে হাত করতে পারেন। আরও অনেককে হাত করতে পারেন। তারা স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি পদ পেতে স্থানীয় সংসদ সদস্যকে ২০-২৫ লাখ টাকা কিংবা আরও বড় অংকের ঘুষ দিতে পারেন। ঘুষদাতা নিশ্চিত থাকেন– শিক্ষক নিয়োগ, স্কুলের ভবন নির্মাণ, মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিতে ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের মনোনীত করা কিংবা অন্যভাবে এটা উসুল হয়ে যাবে।

পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তের নামে বদনাম রটানো হয়েছিল– তিনি পবিত্র ইসলাম ধর্মের অবমাননা করেছেন। যে ছাত্র এ অভিযোগ করেছে বলে মতলববাজদের দাবি, সে সেটা অস্বীকার করেছে। প্রধান শিক্ষকও বলেছেন– তিনি এমন কাজ করেননি। কিন্তু প্রকাশ্যে শিক্ষককে শত শত লোকের সামনে কান ধরে ওঠবস করানো হলো। জেলা পুলিশপ্রধান এতে কোনো দোষ দেখেন না। তার ফোর্স সেখানে উপস্থিত ছিল কেবল এটা নিশ্চিত করার জন্য যে, এমপি সেলিম ওসমান সাহেব যে শাস্তি নিজে উপস্থিত থেকে কার্যকর করছেন, তাতে যেন কোনো বিঘ্ন না ঘটে। যে মসজিদের মাইক ব্যবহার করা হয়েছে অপরাধ সংঘটনে, সেখানেও তদন্ত নেই।

শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, শ্যামল কুমার ভক্তের নামে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় যে তদন্ত কমিটি করেছে তার রিপোর্টেও একই কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মতলববাজরা সেটা মানবেন কেন? এ অবস্থায় ন্যায়বিচার নিশ্চয়তা করা সহজ নয়। কার কাছে বিচার চাইবে দেশবাসী? একজন শিক্ষকের দৌড় কতটাই বা হতে পারে! তিনি বড় অসহায়। তার পক্ষে যারা কথা বলছেন তারাও অসহায়। তারা প্রতিবাদী হতে পারেন, কিন্তু তাতে ক্ষমতার দম্ভে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলা ব্যক্তিদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে– তার নিশ্চয়তা নেই। অতএব, ভিন্ন প্রতিবাদের ভাষা দেখছি আমরা– নিজের কান নিজে ধরে দাঁড়িয়ে থাকা রাজপথে কিংবা নিজের ঘরে বসে। অনেকে এ ধরনের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। ফেসবুক কিংবা অন্য মাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়ছে। যারা এমন প্রতিবাদ করছেন তারা নিশ্চিত নন যে, এতে কাজ হবে। কিন্তু বিবেকের দংশন থেকে তো রেহাই মিলবে।

এভাবে শ্যামল কান্তি ভক্তের এখন অনেক ভক্ত। তারা জানাচ্ছেন সহমর্মিতা। তার প্রতি সমবেদনা জানিয়ে কতজন নিজের কান ধরেছেন তার হিসাব যদি রাখা হতো!

কিন্তু মূল একটি বিষয় এখন চাপা পড়ে গেছে– গুজব রটিয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নামে বদনাম প্রদান। শুধু তাই নয়। এভাবে চরম সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। শ্যামল ভক্ত লাঞ্ছিত হয়েছেন এক শুক্রবারে। এ ঘটনার জের ধরে এক সময় প্রাচ্যের ভান্ডি ও সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত শহরটিতে একাধিক সমাবেশ হয়েছে, যেখানে এমন বক্তব্য রাখা হয়েছে যাকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা অনিরাপদবোধ করেন। একটি সমাবেশ ওপরের চাপে স্থগিত করা হয়েছে। কারণ তাদের কাছে সংবাদ ছিল– এ সমাবেশ থেকে সহিংস ঘটনা ঘটাতে পারে দুষ্কৃতকারীরা। আমরা রামুতে গুজবের নির্মম পরিণতি দেখেছি। পাবনার সাঁথিয়া, বরিশাল, হোমনা, বাগেরহাট হাটহাজারিতে গুজবের নির্মম পরিণতি দেখেছি। এ সব শুভলক্ষণ নয়। এর বিরুদ্ধে প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর আরও তৎপরতা চাই। একইসঙ্গে চাই সমাজের জাগরণ। সমাজ যেন গুজবের পেছনে না ছোটে, বরং সমাজের লোকদের সমাবেশ পরিণত হোক মিথ্যা-কুৎসা রটনাকারীদের শাস্তির আদালতে– এটাই কাম্য।

অজয় দাশগুপ্ত, সাংবাদিক

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

অনিবার্য কারণবশতঃ পঙ্কজ ভট্টাচার্যের ধারাবাহিক লেখা 'আমার আমি' এ সংখ্যায় প্রকাশিত হলো না। পরবর্তী সংখ্যা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে। –সম্পাদক

প্রিয় নেতা প্রমোদ মানকিন আর নেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাননীয় সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট প্রমোদ মানকিন, এমপি ১১ মে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ, বুধবার, ভোর রাতে ভারতের মুম্বাই শহরে অবস্থিত হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ফুসফুসে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসারত অবস্থায় পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বৎসর। তিনি তাঁর স্ত্রী মমতা আরেং, ৫ মেয়ে, ১ ছেলে, পুত্রবধূ, ৫ মেয়ে জামাই, বেশ কয়েকজন নাতি-নাতনিসহ অজস্র গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর এই অপ্রত্যাশিত মৃত্যু সংবাদে বাংলাদেশের খ্রিস্টান, আধিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ সারা বাংলাদেশে শোকের ছায়া নেমে আসে। আক্ষেপ এবং আর্তনাদ, বেদনা এবং শোক, হতাশা এবং নিরাশায় আপ্লুত হয় দেশ ও সমাজবাসী। তাঁর মৃত্যুর পর উপলব্ধি করা গেছে সমাজ এবং দেশবাসীর হৃদয়ে কতটুকু স্থান তিনি করে নিয়েছিলেন। এই মৃত্যু কেউ প্রত্যাশা করেনি, কেউ কামনা করেনি। কিন্তু সত্য হল তিনি আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে খ্রিস্টান, আদিবাসী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে যা সহজেই পূরণ হবার নয়।

এ্যাডভোকেট প্রমোদ মানকিন, এমপি ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলার বাকালজোড়া ইউনিয়নের অধীন রামনগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা স্বর্গীয় মেঘা তজু এবং মাতা স্বর্গীয় হৃদয় শিশিলিয়া মানকিন। ছয় ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন পঞ্চম। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি একই উপজেলার কোলাগড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং গারো সমাজের বিশিষ্ট নেতা স্বর্গীয় য়োয়াকিম আশাক্রার জ্যেষ্ঠ কন্যা মমতা আরেং-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের তিনি একজন সংগঠক ছিলেন। ভারতের মেঘালয় রাজ্যের শিববাড়ি উদ্বাস্তু শিবিরে তিনি পঞ্চাশ হাজার শরণার্থীর দেখভালের দায়িত্ব পালন করেছেন পুরো যুদ্ধকালীন সময়ে।

বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট থানাধীন বিড়ইডাকুনী গ্রামে তিনি বসতি স্থাপন করেন যখন ষাটের দশকে বিড়ইডাকুনী স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। বিড়ইডাকুনী স্কুলে তিনি প্রধান শিক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকার নটরডেম কলেজ থেকে ব্যাচেলর অব আর্টস (বিএ), ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বি.এড) এবং ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ ল' কলেজ থেকে এলএলবি ডিগ্রী লাভ করেছিলেন।

স্বর্গীয় ফাদার পল গমেজের উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণায় তিনি শিক্ষকতাকালীন সময়ে আইন বিষয়ে পড়াশুনা করেছেন এবং ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। তাঁর এই আইন বিষয়ে পড়াশুনার ক্ষেত্রে স্বর্গীয় আর্চবিশপ থিউটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী আর্থিকভাবে সহায়তা করেছিলেন বলে তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন। জীবৎ দশায় আমি দেখেছি এই দু'জন ব্যক্তির প্রতি তাঁর অগাধ কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা। তিনি আমাকে কয়েকবারই বলেছিলেন, ফাদার পল আমাকে বলতে গেলে অনেকটা জোর করেই স্কুলের গন্ডি থেকে বের করে আইন পড়তে বাধ্য করেছিলেন আমাদের সমাজকে রক্ষা করার তাগিদবোধ থেকে। ফাদার বলতেন, স্কুলের শিক্ষকতা অনেকেই করতে পারবে; কিন্তু তোমার প্রয়োজন রয়েছে অনেক বড় কাজের জন্য। তোমাকে এই গারো জাতিকে রক্ষা করতে হবে। আইন বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে তুমি তা করতে পারবে না। আর আর্চবিশপ টি.এ গাঙ্গুলীর সাথে তিনিই প্রমোদ দা'র যোগাযোগ করে দিয়েছিলেন। ফাদার পল গমেজ এবং আর্চবিশপ টি.এ গাঙ্গুলী প্রমোদ দা'র মধ্যে যে সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন সে সম্ভাবনাই সময়ের ব্যবধানে বাস্তবে রূপ নিয়েছিল। তিনি আমাদের প্রতিদান দিয়ে গেছেন; উজার করে ভালোবাসা দিয়েছেন সকলকে।

১৯৯১, ২০০১, ২০০৮ এবং ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে ময়মনসিংহ-১ (হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া) আসন থেকে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর তিনি প্রথমে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান এবং পরবর্তীতে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে ১৫ জুলাই থেকে ২০১২ খ্রিস্টাব্দে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এবং এর পর থেকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কারিতাস বাংলাদেশের ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ (কালব) লি: এর ভাইস-চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা আহবায়ক, পরবর্তীতে সাধারণ সম্পাদক এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের একটি স্থায়ী কার্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর ছিল অদম্য এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা, যার ফলশ্রুতিতে আজ ময়মনসিংহ শহরের ভাটিকেশরে নির্মিত হচ্ছে ছতলা ভবন। এই ভবনটি নিয়ে তাঁর অনেক চিন্তা ছিল; আশা করি সে চিন্তাগুলোকে বাস্তবায়ন করবেন তাঁর সহকর্মীবৃন্দ।

বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ছিল তাঁর কাজের আরো দুটি বৃহৎ পরিসর। এই দুটি সংগঠনের জন্য তিনি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে তিনি বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জানুয়ারি তৎকালীন প্রেসিডেন্ট স্বর্গীয় ডানিয়েল কোড়াইয়া মৃত্যুবরণ করলে এ্যাড. প্রমোদ মানকিন এমপি প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে কাউন্সিলসমূহে তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কাউন্সিল অধিবেশনে তিনি তিন সভাপতির অন্যতম সভাপতি নির্বাচিত হন এবং মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর দায়িত্ব একাগ্রতার সাথে পালন করেন।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গঠনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন এবং বলতে গেলে তাঁরই আপ্রাণ প্রচেষ্টায় এবং উদ্যোগে ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আগ্রহে এ ট্রাস্টটি গঠিত হয়েছিল ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে। তিনি খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

এছাড়াও, তিনি বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ (বামাসপ)-এর ভাইস-চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ- ভারত মৈত্রী সমিতির ভাইস- প্রেসিডেন্ট, সর্বদলীয় পার্লামেন্টারী গ্রুপ, আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাস, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানবাধিকার কমিশন ও ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি গোবরাকুড়া স্থলবন্দর আমদানী-রপ্তানীকারক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা-এর একজন সক্রিয় উপদেষ্টা হিসেবে সর্বদা এর ভালো-মন্দের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছেন, পরামর্শ, উপদেশ দিয়েছেন।

সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রী হওয়ার পর থেকে তিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকার জনগনের পাশাপাশি খ্রিস্টান ও আদিবাসী সমাজের এবং খ্রিস্টমণ্ডলীর উন্নয়ন ও সমস্যা সমাধানে একাধারে কাজ করে গেছেন। বিভিন্ন মন্ডলী এবং মিশনারী স্কুলের অনেক সমস্যা সমাধানেই তিনি উদারভাবে সহযোগিতা করেছেন। কেউ কোন প্রতিষ্ঠানের সমস্যা নিয়ে এলে তিনি সহযোগিতা করেননি তা আমার চোখে পড়েনি। ব্যক্তিগতভাবে, সামষ্টিকভাবে অগণিত মানুষ বিশেষভাবে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুলাই প্রতিমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে উপকৃত হয়েছেন। খ্রিস্টান, আদিবাসী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তিনি ছিলেন খুবই আন্তরিক এবং স্বার্থহীন। এমন দরদী মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। প্রমোদ মানকিনের কোন বিকল্প নেই; তাঁর বিকল্প কেবল তিনিই ছিলেন।

এ্যাডভোকেট প্রমোদ মানকিন, এমপি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ও উদারনৈতিক চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী একজন ব্যক্তি এবং নেতা। তাঁর হৃদয়টি ছিল হিমালয়ের মত প্রসারিত আর সাগরের মত বিস্তৃত। মানুষের মন এত বড় হতে পারে; এত ধৈর্যশীল, উদ্যমি আর পরিশ্রমী হতে পারে তাঁকে না দেখলে তা বুঝা যাবে না। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, অমায়িকতা আর সারল্য ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি, যে কোন বড় সমস্যা ঠান্ডা মাথায় সমাধান করতে পারতেন। জটিল সভা-সমাবেশ পরিচালনায় এবং বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব নিরসনে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন তিনি। বলতে গেলে অনেকটা অজাতশত্রু ছিলেন প্রমোদদা। সব ধরনের এবং মতবাদে বিশ্বাসী মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন তিনি। আবার নিজস্ব অবস্থানেও থাকতেন অটুট। একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, দায়িত্বশীল এবং দেশ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ রাজনীতিক বা সমাজ নেতা বলতে যা বুঝায় তার সবকিছুই ছিল তাঁর মধ্যে।

দেশ ও সমাজে এক বিরল ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। সকল মানুষকে তার প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা তিনি সবসময়ই দিতেন। মানুষের সাথে সম্পর্ক ধরে রাখার ক্ষেত্রে তাঁর কোন জুরি নেই। দূরদর্শি এই নেতা খ্রিস্টান ও আদিবাসী সমাজকে এক নতুন উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইচ্ছা, আগ্রহ এবং পরিশ্রম থাকলে যে কোন মানুষ, যে কোন পর্যায় থেকে দেশের শীর্ষপর্যায় বা মন্ত্রী পরিষদ পর্যন্ত পৌছাতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এ্যাডভোকেট প্রমোদ মানকিন, এমপি। তিনি ছিলেন আমাদের সমাজের 'আইডল', উজ্জ্বল নক্ষত্র। আলোকিত এই মানুষটি সমাজকে আলোকিত করতে ব্রতী ছিলেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা করতে চেষ্টা করেছেন। প্রমোদ মানকিন কেবল মাত্র একজন ব্যক্তি ছিলেন না; তিনি ছিলেন একটি 'প্রতিষ্ঠান'। এক দিনে নয়, তিলে তিলে তিনি এই প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন। গারো আর বাংলাভাষা ছাড়াও তিনি ইংরেজীতে এবং ল্যাটিনেও ছিলেন পারদর্শী। অত্যন্ত ভালো ড্রাফট এবং আর্টিকুলেশন তিনি করতে পারতেন। কাজ এবং সময়ের বিষয়ে তিনি ছিলেন খুবই নিষ্ঠাবান, যেনতেনভাবে কোন কাজ তিনি করতেন না। যে কোন কাজ জেনে বুঝে করার চেষ্টা করতেন।

তিনি ছিলেন একজন ধর্মভীরু লোক; একজন নিষ্ঠাবান ক্যাথলিক। চার্চের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল এবং ব্রতধারী, ব্রতধারীণিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। রোববার চার্চে যাওয়া ছিল তাঁর নিয়মিত অভ্যাস। কোন রোববার তিনি চার্চে যাননি এমনটি আমি কখনো দেখিনি। অত্যন্ত ভক্তিসহকারে তিনি খ্রিস্টযোগে অংশ নিতেন। তিনি ছিলেন পরিবারের প্রতি খুবই যত্নশীল। ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে তার কোন উদাসীনতা ছিল না, ফলে ছেলেমেয়েরা সবাই শিক্ষিত হয়েছেন।

তিনি ছিলেন হালুয়াঘাটে 'হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা'। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের কোন এক বিকালে আমার দুই সাংবাদিক বন্ধু জাতীয় প্রেসক্লাবের ক্যাফেটেরিয়াতে নিয়ে যান চা খাওয়ানোর জন্য। চায়ের টেবিলে বসার পর আরও কয়েকজন সাংবাদিক আমাদের টেবিলে এসে বসলেন, যাদের সাথে আমার কোন পরিচয় ছিল না। তারা আমার পরিচিত বন্ধুদের সাথে আলাপ করছিলো, গল্প করছিলো। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে একজন কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন ময়মনসিংহ হালুয়াঘাটে একজন প্রমোদ মানকিন আছেন; হালুয়াঘাট বাজারে গিয়ে তিনি নামলে অথবা বাজারে এলে মানুষ যেভাবে তাঁর পিছু পিছু হাঁটতে থাকে যেন ঠিক 'হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার' মত। যাদুর মত ভালোবাসা তাঁর মানুষের প্রতি। আমি তাদের আলোচনা শুনছিলাম আর মনে মনে গর্ববোধ করছিলাম। এই তো আমাদের সেই প্রমোদ দা যিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন না ফেরার দেশে। যাদুকর চলে গেছেন সেই যাদুর দেশে সবাইকে কাঁদিয়ে।

প্রমোদ দা'র মত মহান ব্যক্তি আমাদের আজ খুবই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমরা তাঁকে হারিয়ে ফেলেছি চিরদিনের মত। আমাদের এতিম করে তিনি চলে গেলেন। আমরা আজ অসহায়, এতিম হয়ে গেলাম। জানিনা কি পরিকল্পনা ঈশ্বরের রয়েছে এই মহাপ্রস্থানের অন্তরালে। ১৯৯৬ থেকে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ২০টি বৎসর তার সাথে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছি। কোনদিন আমাদের দুজনের মধ্যে কোন বিষয়ে দ্বিমত হয়নি বা সমস্যা হয়নি। অঢেল স্বাধীনতা তিনি আমাকে দিয়েছিলেন কাজ করার ক্ষেত্রে। তিনি আমাকে সর্বদা সব কাজে উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। পরামর্শ, উপদেশ এবং নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি আমাকে ছোট ভাইয়ের মত দেখতেন। আর আমি তাঁকে বড়ভাই এবং কখনো কখনো পিতৃতুল্য মনে করতাম। এ ধরনের একজন মহান ব্যক্তির সাথে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, একথা ভাবলে আমার গর্ববোধ হয়।

তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন আজ একটি পর্যায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁর অবদান আমরা কখনো ভুলতে পারবো না। চিরদিন তিনি বেঁচে থাকবেন এ সমাজের মানুষের হৃদয়, মননে। আমি তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।

নির্মল রোজারিও, মহাসচিব, বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ।

নির্বাচন বর্জন ছাড়া বিকল্প থাকবে না

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

মহোদয়কেও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানায়।

২৪ দিন হাসপাতালে থাকার পর আশিস কুমার বড়াল খানিকটা সুস্থ হয়ে এলেও তাকে হয়রানি থেকে মুক্তি দেয়া হচ্ছে না। অসুস্থ অবস্থাতেই তাকে ১ নম্বর আসামী এবং স্থানীয় ২৩ জন সংখ্যালঘুকে জড়িয়ে প্রতিহিংসামূলকভাবে এক খুনের মামলায় জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে আর্থিক, মানসিক হয়রানির মুখোমুখি করা হচ্ছে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়কে। ঐ এলাকার মিল্টন মজুমদার ও দুলাল মন্ডলের তিনটি গরু ইতোমধ্যে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক হীরালাল ঘরামীর খড়ের গাদা ও সর্বশেষ জিনুহার বাজারে বাসুদেব দে-র মনোহরি দোকান ২৮ এপ্রিল দিবাগত রাতে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় চরম নিরাপত্তাহীনতায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আশু প্রতিকার না হলে হিন্দুরা দেশত্যাগে বাধ্য হবে।

যে যুবকের কথিত হত্যার সাথে জড়িত করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজনকে গাছের সাথে বেঁধে রেখে তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করাসহ খুন, ডাকাতি ও চাঁদাবাজির বহু অভিযোগ ও মামলা রয়েছে। ঐ যুবকটি পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় বিষয়টিকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ারও চেষ্টা চলছে। আজকের সংবাদ সংম্মেলন থেকে আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই এবং আশিস কুমার বড়াল ও স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার জন্যে প্রশাসনের কাছে দাবি জানাই।

প্রিয় বন্ধুগণ,

মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ে নৌকার প্রার্থীকে ভোট দেয়ার কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের উপর বিদ্রোহী প্রার্থীর নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। গত ৩০ এপ্রিল টাঙ্গাইলের গোপালপুরে ডুবাইল কালীবাড়ি বাজারে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে নিখিল চন্দ্র জোয়ারদারকে। গত ২০ এপ্রিল বুধবার রাত ৮ টায় ৪-৫ জন যুবক সিলেট নগরীর চালিবন্দন ভৈরব মন্দিরে পৃষ্ঠা ৬

ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টগুলোকে ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করার দাবি

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

পরপর ১৯৯১-৯২ সালে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ থেকে দেখা যায় উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত ১৬,৬২,১৩,০০০ টাকার মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্যে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল মাত্র ২,৫০,০০০ টাকা। অথচ নও মুসলিম পুনর্বাসনের জন্যে বরাদ্দ ছিল ১০,০০,০০০ টাকা।

বর্তমান সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটে নও মুসলিম পুনর্বাসন খাতে সরাসরি কোন অর্থ বরাদ্দ না থাকলেও প্রশ্ন জাগে, নও মুসলিম পুনর্বাসনের জন্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান কাজ হিসেবে আজও থাকতে পারে কি না ?

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বৈষম্যের মাত্রা পূর্বেকার সময়কালের মতো অদ্যাবধি বলবৎ রয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে ঈষৎ উন্নতি হলেও এক্ষেত্রে তেমন কোন হেরফের হয়নি। আমরা লক্ষ্য করেছি, সুদীর্ঘ চার দশকের মতো ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নামে ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে যথাক্রমে ২৪৫.১৩ কোটি ও ২৪৩.৩৫ কোটি অর্থাৎ মোট ৪৮৮.৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হলেও এ দু'বছরে হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্টের নামে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যথাক্রমে ১.৪৬ কোটি ও ০.৭০ কোটি অর্থাৎ ২.১৬ কোটি টাকা, আর বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্টের নামে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১.২০ কোটি টাকা এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৮০ লক্ষ টাকা মোট ২ কোটি টাকা। খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের নামে বিগত দুই অর্থ বছরে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে মাত্র ২৫ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ১৫ লক্ষ আর ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১০ লক্ষ টাকা।

নিম্নে ছক অনুযায়ী বরাদ্দের বিবরণ দেয়া হলো :

কোটি টাকা

ক্রমিক নম্বর	সম্প্রদায় ভিত্তিক বন্টন	২০১৫-১৬	%	২০১৪-১৫	%
১	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	২৪৩.৩৫	৯৯.৩৫%	২৪৫.১৩	৯৮.৮৭%
২	হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	০.৭০	০.২৮%	১.৪৬	০.৫৯%
৩	বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	০.৮০	০.৩৩%	১.২০	০.৪৮%
৪	খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	০.১০	০.০৪%	০.১৫	০.০৬%
মোট সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বরাদ্দ		১.৬০	০.৬৫%	২.৮১	১.১৩%
মোট বরাদ্দ		২৪৪.৯৫	১০০%	২৪৭.৯৪	১০০%

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এরশাদ সরকারের আমলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হয়। হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্টে আমানত হিসেবে জমা দেয়া হয় ২ কোটি টাকা, বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্টে ১ কোটি টাকা এবং খ্রিস্টান কল্যাণ ট্রাস্টে ১ কোটি টাকা। খ্রিস্টান সম্প্রদায় প্রাথমিকভাবে কল্যাণ ট্রাস্ট গঠনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করলেও পরবর্তীতে তা গ্রহণ করে। বর্তমানে এই আমানত হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্টে ২১ কোটি টাকা, বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্টে ৬ কোটি টাকা এবং খ্রিস্টান কল্যাণ ট্রাস্টে ৫ কোটি টাকা। উদ্দেশ্য, এই আমানতের টাকার সুদে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মঠ-মন্দির, প্যাগোডা, গির্জার উন্নয়নে ব্যয় নির্বাহ করা হবে। অর্থাৎ ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা হলো পবিত্র আমানত এবং এই মানসিকতারই ফসল কল্যাণ ট্রাস্ট। 'ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা চলবে আমানতের সুদের টাকায়, পক্ষান্তরে সংখ্যাগুরুরা চলবে পৌণপুনিক আসলে।' যদিও এদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রতি বছর ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মতো একই হারে সব ধরনের কর, শুল্ক ও নাগরিক হিসেবে প্রদেয় সকল অর্থ পরিশোধ করে আসছে।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান কাজ হিসেবে হজ্জনীতি, হজ্জ প্যাকেজ ঘোষণা, দ্বি-পাক্ষিক হজ্জ চুক্তি সম্পাদন, হজ্জযাত্রীদের আবাসন ও ওমরাহ গমনসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি তীর্থ ভ্রমণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়টি উলিখিত রয়েছে।

হজ্জবিষয়ক খাতে বাজেটে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৪৩.৫৮ কোটি, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪২.৯২ কোটি এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪৪.৩০ কোটি অর্থাৎ বিগত তিন অর্থবছরে মোট ১৩০.৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হলেও হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের তীর্থ ভ্রমণের জন্য পূর্বেকার মতোই কোন বরাদ্দ নেই।

বাজেট বরাদ্দ থেকে আরো দেখা যায়, ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম মসজিদ পরিচালনায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৩০ লক্ষ, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৬০ লক্ষ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৫০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ এ তিন বছরে মোট ১.৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হলেও তদনুরূপ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় উপাসনালয় পরিচালনার জন্যে পূর্বেকার মতোই কোনরূপ বরাদ্দ রাখা হয়নি।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজের মধ্যে ওয়াকফ ও দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিও উলিখিত রয়েছে। বাজেট বরাদ্দ থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসন খাতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩৮ লক্ষ, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪৮ লক্ষ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৫০ লক্ষ অর্থাৎ মোট ১.৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অথচ দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে পূর্বেকার মতোই বাজেটে কোন বরাদ্দ নেই।

প্রিয় বন্ধুগণ,

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি খাতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১২.৯৮ কোটি, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ১৫.৫৩ কোটি এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৫.৬৮ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ৪৪.১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে বিগত চার দশকে কোন বরাদ্দ না থাকলেও সর্বপ্রথম ২০১৫-১৬ অর্থবছরে হিন্দু ধর্মাবলম্বী পুরোহিত ও সেবায়েতদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে ৬ কোটি টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

বিগত দশকগুলোর প্রতি অর্থ বছরের বাজেটের মতোই ইসলামিক মিশন প্রতিষ্ঠান খাতে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১৬.৫৬ কোটি, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ১৮.০১ কোটি ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১৮.৯০ কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অথচ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক উন্নয়ন, গবেষণা পরিচালনার জন্যে আলাদাভাবে কোন বরাদ্দ নেই। তবে এ প্রসঙ্গে উলেখ করতে চাই যে, ধর্মীয় খাতে বিশাল বৈষম্য অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্যে প্রকল্প গ্রহণ অতি সাম্প্রতিক। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্যে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা নামে বর্তমান সরকার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে যাতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২৭ কোটি টাকা ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২৮ কোটি টাকা। এ প্রসঙ্গে ২০০৪-০৫, ২০০৫-০৬, ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৪.৫০ কোটি টাকা। বাজেটে দেখা যায়, বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথমবারের মতো প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাবদ ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৯০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ রাখা হয়েছে, তবে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্যে বাজেটে কোন বরাদ্দ নেই।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

এতক্ষণ আমরা আপনাদের সামনে খাতওয়ারি বাজেট বৈষম্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বিগত কয়েক বছরের বাজেট পর্যালোচনায় মাথাপিছু বরাদ্দের চিত্রটি আরও করুন এবং দুর্ভাগ্যজনক। বাংলাদেশের সরকারি লোকগণনার পরিসংখ্যান বিবেচনায় নিলে দেখা যায় প্রকল্পবাদে ধর্মমন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুযায়ী ধর্মীয় সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু বরাদ্দ যেক্ষেত্রে প্রায় ১১ হতে ১২ টাকা, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু বরাদ্দ সেক্ষেত্রে মাত্র ৩ টাকা। যদিও সংবিধানের অঙ্গীকার অনুযায়ী ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব নাগরিককে সমভাবে দেখতে রাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জনসংখ্যার ব্যাপক অংশ হিসেবে ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় অবশ্যই মোট বরাদ্দের বৃহত্তর অংশ পাবে কিন্তু মাথাপিছু বরাদ্দের ক্ষেত্রে কেন বৈষম্য হবে?

আমরা মনে করি, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বিদ্যমান বৈষম্য জিইয়ে রেখে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে আজকের এ সংবাদ সম্মেলনে সরকারের কাছে আমাদের দাবি –

১) বিদ্যমান হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টসমূহকে ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করে সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্যে উন্নয়নের কার্যক্রমকে অধিকতর সম্প্রসারিত করা হোক।

২) ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটের বিভিন্ন খাতে বিদ্যমান বৈষম্যসমূহের অনতিবিলম্বে অবসান করা হোক এবং দীর্ঘ সাড়ে চারদশকের বঞ্চনা-বৈষম্যের কারণে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন দ্রুত পূরণকল্পে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে, কল্যাণে, গবেষণায়, তীর্থ ভ্রমণে, দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে, সামাজিক উন্নয়ন ও গবেষণা পরিচালনায়, বিভিন্ন সংস্কার, ধর্ম ও ধর্মীয় বিষয় সংশিষ্ট আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার ও সংলাপের আয়োজন ও অংশগ্রহণের জন্যে অন্যূন দুই হাজার কোটি টাকা থেকে বরাদ্দ দেয়া হোক।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আজকের এ সংবাদ সম্মেলন থেকে আমরা বলতে চাই-সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে দেশের সকল সম্প্রদায়ের নৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আজ সময়ের দাবি। ধর্মীয় বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সরকার উলিখিত দাবিসমূহ অনতিবিলম্বে বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে– এ প্রত্যাশা আমরা করছ। দীর্ঘ সময় ধরে আপনারা আমাদের কথা শুনেছেন, তজ্জন্যে আপনাদের আবারো ধন্যবাদ।

ধর্মীয় বৈষম্যের অবসানে আজকের আহুত সংবাদ সম্মেলনে পঠিত বক্তব্য ও দাবিসমূহ আপনারা, সাংবাদিক বন্ধুগণ, আপনাদের ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে সরকার ও জাতিকে অবহিত করবেন– এ আশা ব্যক্ত করে এখানেই শেষ করছি।

আপনাদের সবার সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করছি।

রানা দাশগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক

লৌহজং এ সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা ভাংচুর ॥ আহত ২০

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মনোজ কুমার সিংহ অমিত বলেন, যে কোন নির্বাচন এলেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা, নির্যাতন, বাড়িঘর, দোকানপাট ভাংচুরসহ বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও হয়রানি করা হয়। এমনকি প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে দেশ ত্যাগেও বাধ্য করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সমগ্র বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর হামলা, নির্যাতন, বাড়িঘরে অগ্নি সংযোগসহ বিভিন্ন ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এই হামলা থেকে রেহাই পাচ্ছে না মন্দিরসহ উপাসনালয়গুলো। এই ধরণের ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদের কোন বিচার হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে আমরা সন্দিহান। আগামি যে কোন নির্বাচনে মুন্সীগঞ্জ জেলায় শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভোটবর্জন কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। জেলার হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক ও পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি এ্যাড. অজয় চক্রবর্তী বলেন যে, উক্ত ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদের দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে এবং বিচারের কাঠগড়ায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে হবে। আরো বক্তব্য রাখেন, উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও পূজা উদযাপন পরিষদের নেতা ভজন লাল দাস, পূর্ণ চন্দ্র দাস, শংকর চন্দ্র মৃধা, এ্যাড. বিপব কুমার সাহা ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে ১ মে মুন্সীগঞ্জ জেলা সদর কেন্দ্রীয় জয় কালী মাতা মন্দিরে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও পূজা উদযাপন পরিষদ মুন্সীগঞ্জ জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক। সভায় জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সমর কুমার ঘোষ মুন্সীগঞ্জ জেলায় সাম্প্রতিককালে নির্বাচনোত্তর সহিংসতা, লৌহজং এর ব্যবসায়ী সঞ্জয় সরকারের নির্মম হত্যাকান্ড ও বর্তমান আইন শৃঙ্খলার অবনতি ও সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক বলরাম বাহাদুর, বাসুদেব নাগ, নারায়ণ চৌধুরী টিটু, ননী গোপাল হালদার, উৎপল মজুমদার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দও বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক বলেন, ঢাকার অতি নিকটবর্তী জেলা মুন্সীগঞ্জ। এই জেলার সমস্ত বিষয়গুলো আমরা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করি। আপনারা সবকিছু শক্তহাতে দমন করবেন। ভয় কিংবা আতংকিত হওয়ার কোন কারণ নেই। ড. ভৌমিক নিহত সঞ্জয়ের বাড়িতে যান এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন।

নির্বাচন বর্জন ছাড়া বিকল্প থাকবে না

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

প্রবেশ করে মন্দিরের বাতি নিভিয়ে প্রতিমা ভাংচুর করেছে। মন্দিরের ভেতরে ভাংচুরের শব্দ শুনে স্থানীয় জনগণ এগিয়ে এলে যুবকরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

স্থানীয় জনগণ খলিল আহমদ নামে একজনকে আটক করে পুলিশে সৌপর্দ করে। ইতোমধ্যে কোন-কোন মহল থেকে, আটককৃত যুবককেও মানসিক রোগী হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা করছে, যা প্রকারান্তরে অপরাধীকে আড়াল করার শামিল।

গত ২৯ এপ্রিল শুক্রবার আনুমানিক রাত ১ টার দিকে শরিয়তপুর জেলার পালং কেন্দ্রীয় হরিসভা মন্দিরে প্রধান ফটকের তালা ভেঙে মন্দিরের ১৫টি প্রতিমা ভাংচুর করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। একই দিনে উক্ত কেন্দ্রীয় মন্দিরের কাছেই ঋষিবাড়ী কালি মন্দিরেও হামলা চালিয়ে ৩টি প্রতিমা ভাংচুর করা হয়।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

দীর্ঘক্ষণ সময় ধরে আমার বক্তব্য আপনারা শুনেছেন। এ জন্যে ধন্যবাদ জানাই।

আশা করি, আপনারা আপনাদের ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে এ দেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মর্মন্তুদ পরিস্থিতি তুলে ধরবেন সরকারও আপামর দেশবাসীর কাছে।

---

১২ এপ্রিল ঐক্য পরিষদের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রতিবেদনের পূর্ণ বিবরণ

(গত সংখ্যার পর)

(গত ১২ এপ্রিল বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রতিবেদনের প্রথম অংশ গত এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় অংশ চলতি সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো। –সম্পাদক)

১৬ মার্চ ২০১৬ যশোর সদর উপজেলার চাঁচড়া ইউনিয়নের খরিচাডাংগার বকুলনগর গ্রামে নামযজ্ঞানুষ্ঠানে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটে। পূর্বদিন শুরু হওয়া অষ্টপ্রহরব্যাপী নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে অতর্কিতভাবে ২৫ থেকে ৩০জন সন্ত্রাসী হকিস্টিক দিয়ে হামলা চালিয়ে এলোপাতাড়িভাবে উপস্থিত ভক্তদের মারধর করে।

সম্পত্তি দখলের উদ্দেশ্যে গত ১৬ মার্চ ২০১৬ গভীর রাতে নীলফামারীর সৈয়দপুর শহরের কয়ামিস্ত্রিপাড়া এলাকায় নির্মাণাধীন শ্রীশ্রীশিবঠাকুর মন্দির ভাঙচুর করে ভূমিদস্যুচক্র। জানা যায় শহরের বাইপাস সড়কে কয়ামিস্ত্রিপাড়া এলাকায় দেবোত্তর সম্পত্তিতে শ্রীশ্রীশিবঠাকুর মন্দির নির্মাণের কাজ চলছিল। ওই সম্পত্তির কিছু অংশ দখল করার চেষ্টায় তৎপর ছিল ভূমিদস্যু আহমেদ উড এর মালিক ইফতেখার আহমেদ জনিসহ তার ভাইয়েরা। তারা গত ৭ মার্চ রাতে শিবঠাকুর পূজার্চনার সময় মন্দির কমিটির সহ-সভাপতি সুশান্ত কুমার রায়ের ওপর হামলা চালিয়ে গুরুতর আহত করে। এছাড়াও ১৩ মার্চ রাতে আবারও তারা সন্ত্রাসী দিয়ে তার ওপর হামলা চালায়। এর পর তারা ১৬ মার্চ ২০১৬ গভীর রাতে নির্মাণাধীন মন্দির ভাঙচুর করে।

বৌদ্ধ মঠে হামলা : বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাখাইনদের মঠের জমি দখলের উদ্দেশ্যে গত ১৮ মার্চ ২০১৬ রোববার রাতের আঁধারে পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার ছ-আনিপাড়ার রাখাইনপলির শ্মশানের শত বছরের পুরনো মঠ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। এ সময় শ্মশানের বাঁধানো ইটগুলোও ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলা হয়। এর পাশের প্রাচীন বটগাছের ডালপালা কেটে ফেলা হয়। জানা যায়, শত বছর আগের সমাধিস্থলটি পাড়ার তৎকালীন মাদবর ফাথাউ-এর। এখানে অর্ধশত রাখাইনকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। এর সঙ্গে ছ-আনিপাড়ার রাখাইনদের আবেগ, ধর্মীয় অনুভূতি জড়িয়ে আছে। এ সমাধিস্থলের পাশেই পায়রা সমুদ্রবন্দর প্রকল্প এলাকা। এ কারণে মঠের জমি দখল করতে স্থানীয় একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে তৎপরতা চালিয়ে আসছে।

গত ২২ মার্চ ২০১৬ চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানাধীন শাকপুরা ক্ষেত্রপাল মন্দিরে জায়গা জবরদখলের উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসীরা অতর্কিতভাবে হামলা চালায়। এ সময় বাধা দেওয়ায় কুপিয়ে জখম করা হয় জহরলাল চক্রবর্তীকে।

গত ৩ মাসে আরও বেশ কিছু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলার ঘটনা ঘটেছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার পাথরাইলে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে তৈরি করা অস্থায়ী পূজামণ্ডপে অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ বুধবার ভোররাতে পঞ্চগড়ের আটোয়ারী উপজেলার আলোয়াখোয়া ইউনিয়নের মোলানী হরি মন্দিরের গম্বুজ ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা।

২৩ মার্চ ২০১৬ বুধবার দুপুরে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রার্থনালয়ে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের একটি অংশ এ ঘটনায় জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

চাঁদার টাকা না পেয়ে গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলায় মহানাম পদুমশহর ইউনিয়নের সন্ন্যাসদহ মাঝিপাড়া গ্রামে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরে তিনদিনব্যাপী নামযজ্ঞানুষ্ঠানে হামলা ও মন্দির ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এই হামলায় অন্তত চারজন নারীসহ সাতজন আহত হয়েছেন। ২৫ মার্চ ২০১৬ তারিখে ১০-১২ জনের সংঘবদ্ধ দলটি লাঠি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়ে মন্দির ভাঙচুর, কালী ও লক্ষ্মী প্রতিমা ভেঙে ফেলে।

গত ৩ মাসে আরও বেশ কয়েকটি স্থানে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। ২০ জানুয়ারি ২০১৬ ঝালকাঠি জেলার সদর উপজেলার বিনয়কাঠী ইউনিয়নের শিবাইকাঠী গ্রামের অশোক ব্যানার্জীর বাড়ির ৫টি প্রতিমা ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা। এছাড়া গত ২২ জানুয়ারি ২০১৬ সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া ইউনিয়নের ভিকমপুর হালদারপাড়া কালীমাতা মন্দিরের ৭টি প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ রাতে চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ বাজার এলাকায় একটি মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। হামলাকারী ইসমাইল হোসেনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে পিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে উপস্থিত জনতা।

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ নরসিংদীর রায়পুরায় মির্জাপুর ইউনিয়নের আনোয়ারাবাদ গ্রামের অমরচন্দ্রের বাড়ির শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী মন্দিরের লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রতিমা ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা। একই দিনে ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার পাঁচবাগ ইউনিয়নের আমাটিয়া গ্রামের শ্মশান কালীমন্দিরে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এ সময় মন্দিরের ৩টি প্রতিমা ভাঙচুর করে পাশের গমখেতে ফেলে দেয় দুর্বৃত্তরা। এছাড়া এ মাসে রাজবাড়ি জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের গৌসাইগোবিন্দপুর গ্রামের রাধানাথ মন্দিরের বিগ্রহ চুরিসহ একের পর এক চুরির ঘটনায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

৩ মার্চ ২০১৬ বৃহস্পতিবার রাতে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার তিতারকান্দি গ্রামে দাসবাড়িতে অবস্থিত মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা। ৫ মার্চ ২০১৬ নাটোর শহরের ওপর বাজার এলাকায় রাধাবলভ জিউ মন্দিরে রাধা-কৃষ্ণসহ চারটি মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। একই দিনে নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার শ্রীরামপুর এলাকার বর্মণপাড়ায় শ্রীশ্রীদুর্গা ও শ্যামা মন্দিরে ভাঙচুর করা হয়। এ সময় হামলাকারীরা কালীমন্দিরের দুর্গা, মহাদেব, সরস্বতী, কালী, ডাকিনী ও যোগিনীর মূর্তি ভাঙচুর করে। ১২ মার্চ ২০১৬ নারায়ণগঞ্জ শহরের নিতাইগঞ্জ এলাকায় একটি অস্থায়ী পূজামণ্ডপের কালী প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়। ১৪ মার্চ ২০১৬ ধুনট উপজেলার এলাঙ্গী পুকুরপাড় কালীমন্দিরের চারটি প্রতিমা ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা। একই তারিখ দিবাগত গভীর রাতে যশোর সদর উপজেলার চাঁচড়া বর্মনপাড়া কালী বাড়ি মন্দিরের প্রতিমার দামী স্বর্ণের অলঙ্কার চুরি হয়। ১৫ মার্চ ২০১৬ রাতে আনোয়ারা উপজেলার হাইলধর ইউনিয়নের গুজরা গ্রামের বাসিন্দা সদরঘাট থানা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি শ্যামল দাশগুপ্তের পারিবারিক মন্দির থেকে দেড়শ বছরের পুরোনো নয়টি পিতলের মূর্তি চুরি হয়। ১৮ মার্চ ২০১৬ দিবাগত রাত ৩টার দিকে মুন্সীগঞ্জ শহরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় শ্রীশ্রীজয়কালীমাতা মন্দিরের তালা ভেঙে দানবাক্সের প্রায় লক্ষাধিক টাকা ও মূল্যবান জিনিসপত্র চুরির ঘটনা ঘটে। ২৭ মার্চ ২০১৬ রাতে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামের শম্ভু চন্দ্র মালোর বাড়ির সর্বজনীন পূজামণ্ডপে বাসন্তী পূজার আরতি বন্ধ করে সাউন্ড বক্স চালিয়ে নাচতে না দেওয়ায় মণ্ডপে হামলা চালিয়ে কালী ও মহাদেবসহ চারটি প্রতিমা ভাঙচুর করে করে ২০-২৫ জনের একটি সন্ত্রাসীদল।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

বিগত ৩ মাসে সংখ্যালঘু নারীকে উত্যক্তের প্রতিবাদে হত্যা, মন্দির ভাঙচুরসহ বেশ কয়েকটি হামলার ঘটনা ঘটে। ৩০ জানুয়ারি ২০১৬ উত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় যশোরের মনিরামপুর উপজেলার পাড়ালা ঋষিপলিতে হামলা করে দুর্বৃত্তরা। এ সময় ঋষিপলির দুটি ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। মারধর করা হয় অন্তত ১৫ জনকে।

২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ রাতে মাগুরার শ্রীপুরের বারইপাড়া গ্রামের ফাঁসতলা মহাশ্মশান কালী মন্দিরে পূজা চলাকালে হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। এতে ৪জন আহত হয়। মন্দিরে পূজার সময় মহিলাদের উত্যক্ত করার প্রতিবাদ করলে উত্যক্তকারীরা মন্দিরে হামলা করে। এ ঘটনায় প্রভাবশালীরা থানায় মামলা না করার জন্য বিভিন্নভাবে ভুক্তভোগীদের উপর চাপ সৃষ্টি করে।

১৪ মার্চ ২০১৬ নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার বড়খাপন ইউনিয়নের দত্তখিলা গ্রামে হরিমন্দিরে কীর্তন উৎসব চলাকালে ১৫ থেকে ২০ জন দুর্বৃত্ত কর্তৃক নারীদের উত্যক্ত করার বাধা দেয়ায় তারা হরিমন্দিরের পাশে এক হিন্দু বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

মেয়েকে অপহরণে বাধা দেওয়ায় পিতা খুন : নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলায় এক সংখ্যালঘু তরুণীকে অপহরণ-চেষ্টার বাধা দিলে অপহরণকারীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহত হন ওই তরুণীর দিনমজুর বাবা মণীন্দ্র চন্দ্র (৫২)। ১৫ মার্চ ২০১৬ মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে উপজেলার ভুইগড় রঘুনাথপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। অপহরণকারীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী মুসলিম যুবক তুহিন দির্ঘদিন যাবৎ উক্ত তরুণীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে আসছিল। মেয়ের পক্ষ থেকে অন্যত্র মেয়েকে বিবাহের আয়োজনের খবর জানতে পেরে উক্ত তরুণীকে অপহরণের চেষ্টা চালায় হত্যাকারীরা।

ভাতিজির উত্যক্তকারীদের হাতে যুবক নিহত : ১৫ মার্চ ২০১৬ সিলেটের মিরাবাজার এলাকায় ভাতিজির উত্যক্তকারীদের হাতে নিহত হন বিপব রায়। জানা যায়, নিহতের ভাতিজি কিশোরী মোহন গার্লস স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী সুপ্তা রায়কে স্কুলে যাওয়া আসার পথে বখাটে ছেলে অর্থমন্ত্রীর এপিএস জাবেদ সিরাজের ছোট ভাই জমশেদ ও তার বন্ধু কবির, রুবেল, সুমন প্রায়ই উত্যক্ত করত, বিভিন্ন ভাবে যৌন হয়রানী করত। প্রতিদিনই মেয়ে এ ঘটনার বিষয়ে তার বাবাকে জানালেও মেয়েটির বাবা বিশ্বজিৎ রায় সাহস করে প্রতিবাদ করতে পারেনি। বিশ্বজিৎ রায় খেটে খাওয়া মানুষ। ছেলে-মেয়েকে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে জগন্নাথপুর ছেড়ে সিলেট শহরে আসেন ৯ বছর পূর্বে। ভাড়া বাসায় থাকেন সিলেট শহরের রায়নগর এলাকায়। একদিন সুপ্তাকে সিএনজি অটোরিকশায় তুলে নেয়ার চেষ্টাও করে জমশেদ ও তার সহযোগীরা। ছোট ভাই বিপব রায় এ বিষয়ে বিগত ৫-৬ মাস পূর্বে জমশেদকে জিজ্ঞেস করতে যায়। জমশেদ হাসিমুখে বলে সময় হলে এটার জবাব দেয়া হবে। ভয়ে বিশ্বজিৎ এর পরিবার মেয়ের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। তবুও জমশেদ বাহিনী ক্ষান্ত হয়নি। বিভিন্ন প্রকার হুমকি-ধামকি দিতে থাকে এই পরিবারকে।

পরিবারের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে বিপব রায় সিলেট কোতোয়ালী থানায় ১৫ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। ডায়েরি নং-৫৫৭। কিন্তু পুলিশ ডায়েরিকে কোন গুরুত্ব দেয় নি। অপরাধী আরও ক্ষেপে যায় এবং গত ১৫ মার্চ ২০১৬ রাত ৯ ঘটিকার সময় জমশেদ বিপব রায়কে বিরাট কাজ দেবে বলে ডেকে আনে। তারপর হত্যা করে বিপব রায় (৩৫)-কে। খুন হওয়ার মাত্র আঠাশদিন আগে বিয়ে করেন বিপব রায়। বিশ্বজিৎ রায় সিলেট কোতোয়ালী থানায় পরের দিন একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন আসামীদের নাম দিয়ে। মামলা নং ১৬/৮১। আসামিরা অনেকটা প্রকাশ্যে ঘোরাঘুরি করলেও রাজনৈতিক চাপে পুলিশ তাদের গ্রেফতার না করার অভিযোগ করে নিহতের পরিবার। হত্যার ১ মাস পেরিয়ে গেলেও আসামী জমশেদ এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে। বিশ্বজিৎ গরীব ও নিরীহ বলেই কি আসামীদের ধরা হচ্ছে না? বিশ্বজিৎ সংখ্যালঘু বলেই কি ভাই হত্যার কোন বিচার পাবে না? আসামী জমশেদ অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিতের এপিএস জাবেদ সিরাজের ছোট ভাই বলেই কি পুলিশ আসামী ধরতে ভয় পাচ্ছে? এমন প্রশ্ন ভুক্তভোগীদের।

শীলতাহানির হাত থেকে স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে আদিবাসী যুবক খুন : নওগাঁর মহাদেবপুরে শীলতাহানির হাত থেকে স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে খুন হয়েছেন আদিবাসী যুবক দিপু ওঁরাও (২৪)। ৩১ মার্চ ২০১৬ মহাদেবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। দিপু ওঁরাও উপজেলার সফাপুর ইউনিয়নের বিনোদপুর গ্রামের রবি ওঁরাওয়ের ছেলে। জানা যায় ৩০ মার্চ ২০১৬ রাত ১০টার দিকে দিপুর বাড়িতে ঢুকে তার স্ত্রীর শীলতাহানির চেষ্টা করে বিনোদপুর গ্রামের সামছুর রহমান। স্ত্রীর চিৎকার শুনে বাড়িতে এসে সামছুরকে ধরার চেষ্টা করেন তিনি। এক পর্যায়ে দিপুর পেটে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় সামছুর। দীর্ঘদিন ধরে দিপুর স্ত্রীকে উত্যক্ত করে আসছিল সামছুর।

গত ৩ মাসে আরও কয়েকজন সংখ্যালঘু হত্যার, হত্যার হুমকি ও অপহরণের শিকার হন।

চাঁদা না দেওয়ায় নরসিংদী জেলাধীন রায়পুরা থানার অন্তর্গত উত্তর বাখরনগর গ্রামে ১৫ জানুয়ারি ২০১৬ সন্ত্রাসীরা নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত তাপস ভৌমিককে গলায় ছুরি চালিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে আগৈলঝাড়া উপজেলায় নিখোঁজ থাকার চারদিন পর সজ্জিত মজুমদারের শিশুপুত্র সজিব মজুমদারের (১০) পেটকাটা লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পূর্ব শত্রুতার জেরে এই হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটে।

এ মাসে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে। গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ দেবীগঞ্জের শ্রীশ্রীসন্ত গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ যজ্ঞেশ্বর রায়কে (৫০) গলা কেটে হত্যা করে ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর কতিপয় সন্ত্রাসী। এসময় গুলিতে আহত হন গোপাল চন্দ্র রায় (৩৫) নামের এক সাধু। এ মাসে অন্য আর একটি ঘটনায় নিহত হন দিনাজপুরের বীরগঞ্জের বিষ্ণু বর্মণ (২৮)।

লৌহজং থানার ৫ গজের মধ্যে এক হিন্দু ব্যবসায়ীকে বাটখারা ও ধারালো অস্ত্রদিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। জানা গেছে, ২১ মার্চ ২০১৬ গভীর রাতে মুন্সীগঞ্জের লৌহজং উপজেলার ঘোড়দৌড় বাজারে মুদি ব্যবসায়ী বিজয় সরকারের ছেলে সঞ্জয় সরকার (২৫) কে দুর্বৃত্তরা তার নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ঢুকে এই হত্যাকান্ড চালায়। থানার এতো কাছে এমন একটি হত্যাকান্ড ঘটায় এলাকাবাসী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

হত্যাচেষ্টা ও হত্যার হুমকি : এছাড়া রাজশাহীর কারিতাসের সাবেক আঞ্চলিক পরিচালক নাটোরের বড়াইগ্রামের বনপাড়া পৌরসভার কালিকাপুর এলাকা গ্যাব্রিয়েল কস্তার উপর নির্মমভাবে হামলা করা হয় ২৭ জানুয়ারি ২০১৬ রাতে। হামলার শিকার হয়েছেন তাঁর স্ত্রী বীণা পিরিছও। দুর্বৃত্তরা তাদের মাথায় ও শরীরে আঘাত করে। গাব্রিয়েল কস্তা প্রধান শিক্ষকেরও দায়িত্ব পালন করেছেন বনপাড়া সেন্ট যোসেফ স্কুল এবং জোনাইলের সেন্ট লুইস স্কুলে।

উলিখিত সময়ের মধ্যে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজসহ চারজনকে চিঠি পাঠিয়ে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। আনসারুলাহ বাংলা টিমের নামে ১২ জানুয়ারি ২০১৬ ডাকযোগে চিঠিগুলো পাঠানো হয়। হুমকি প্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন- সাটুরিয়া উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি সমরেন্দু সাহা, উদীচীর উপজেলা সংসদের সভাপতি আবুল হোসেন, বালিয়াটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রুহুল আমীন এবং বালিয়াটি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান মহারাজ পরিমুক্তানন্দ। এছাড়া গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ শরীয়তপুর পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডের স্বর্ণঘোষ গ্রামের কাজল কুমার ঠাকুরতার নিকট চিঠি মারফৎ দশ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করে দুর্বৃত্তরা। টাকা না দিলে তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

গত তিন মাসে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৮জন সংখ্যালঘু নারী, যাদের মধ্যে ৪জন গণধর্ষণের শিকার। এসব ঘটনায় স্বামী-সন্তান এমনকি পিতার সামনেও ধর্ষণের শিকার হন কয়েকজন সংখ্যালঘু নারী।

স্বামী-সন্তানকে বেঁধে রেখে তাঁদের সামনেই ধর্ষণ ঃ হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে স্বামী-সন্তানকে বেঁধে রেখে তাঁদের সামনেই এক সংখ্যালঘু গৃহবধুকে ধর্ষণ করেছে দুর্বৃত্তরা। (অসমাপ্ত)

জাতীয় সংলাপ

জাতীয় সংলাপে উপস্থিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ। ছবি : পরিষদ বার্তা

সারাদেশে মিছিল, সমাবেশ ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি

দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের ৭ দফা অনতিবিলম্বে পূরণ ও চলমান সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রতিবাদে ২০ মে ঢাকাসহ সারাদেশে মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সমাবেশ ও মিছিল করেছে। সমাবেশশেষে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। একই কর্মসূচি পালিত হয় সারাদেশে।

ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বরে আয়োজিত সমাবেশে প্রতীকী প্রতিবাদের অংশ হিসেবে স্বদেশে সংখ্যালঘু হিসেবে জন্ম নেয়ার অপরাধে কান ধরে তিনবার উঠবস করে জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়। একাত্মতা প্রকাশ করা হয় লাঞ্ছিত শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তের সাথে।

সমাবেশে সংখ্যালঘু ও আদিবাসী নেতৃবৃন্দ ৭ দফাকে তাদের অস্তিত্বের সংকট থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে 'প্রাণের দাবি' হিসেবে উলেখ করে বলেন, ইতোমধ্যে জাতীয় সংলাপে এর যৌক্তিকতা এ দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ মেনে নিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে এ দাবি পূরণে সরকার অনতিবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন। তারা বলেন, এ দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ধর্মীয় বৈষম্যবিরোধী মানবাধিকারের আন্দোলন চলবে।

চলমান সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দ বলেন, এতে সারা দেশে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মাঝে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় চরম নিরাপত্তাহীনতা ও আস্থাহীনতায় ভুগছে। জাতীয় ঐক্য, শান্তি ও সমৃদ্ধির স্বার্থে তারা এর চির অবসানের দাবি জানান।

সমাবেশে যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে সংসদে সংখ্যালঘু-আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্যে ৬০ টি আসন সংরক্ষণ, জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে ন্যায্য হিস্যা প্রদান, সাংবিধানিক বৈষম্য বিলোপকরণ, সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের দাবি সম্বলিত ফেস্টুন ও ব্যানার বহন করা হয়।

সংগঠনের সভাপতিমন্ডলীর সিনিয়র সদস্য অধ্যাপক ড. নিম চন্দ্র ভৌমিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, কাজল দেবনাথ, জয়ন্ত সেন দীপু, মনীন্দ্র কুমার নাথ, জয়ন্ত কুমার দেব, নির্মল রোজারিও, এ্যাডভোকেট তাপস পাল, নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, এ্যাডভোকেট দিপংকর ঘোষ, রূপচাঁদ বিশ্বাস প্রমুখ।

ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টগুলোকে ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করার দাবি

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবন-জীবিকার সর্বস্তরে বৈষম্য

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টসমূহকে ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করে সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারিত করার আহ্বান জানিয়েছে। গত ২৪ মে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন থেকে এ আহ্বান জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, কাজল দেবনাথ, জয়ন্ত কুমার সেন দীপু, মিলন দত্ত সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। নিম্নে পুরো বক্তব্য মুদ্রিত হলো :

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ-র পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিবাদন গ্রহণ করবেন। আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে সহৃদয় উপস্থিতির জন্য আপনাদের জানাই কৃতজ্ঞতা।

প্রিয় বন্ধুগণ,

আমরা জানি, বৈষম্যহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছিল ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের বাংলা ভাষাভাষী ও আদিবাসী জনগণের সম্মিলিত আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয় স্বাধীনতা। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয়, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবন-জীবিকার সর্বস্তরে ধর্মীয় বৈষম্যের যে সূচনা ঘটে সুদীর্ঘ সাড়ে ৪ দশক পরও তা থেকে আজও বেরিয়ে আসতে পারেনি বাংলাদেশ, যদিও বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল ক্ষমতায় আসীন। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটে যা এখনও দৃশ্যমান।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশের মাধ্যমে দেশের জনগণের নৈতিক মান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের যেসব প্রধান কার্যাবলী রয়েছে তার মধ্যে নও মুসলিম পুনর্বাসনের জন্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান একটি। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্র কর্তৃক ধর্মান্তরকরণকে উৎসাহিত করা। বহু ধর্মে-বর্ণে অধ্যুষিত একটি দেশের জন্যে বিশেষ একটি ধর্মগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের এই প্রলোভন অত্যন্ত দুঃখ ও দুর্ভাগ্যজনক। আমরা জানি, ১৯৯১ সালে বিএনপির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পৃষ্ঠা ৬

নির্বাচন বর্জন ছাড়া বিকল্প থাকবে না

ঐক্য পরিষদের সংবাদ সম্মেলনে রানা দাশগুপ্ত

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ বলেছে, নির্বাচনে হামলা, নির্যাতন ও অগ্নিসংযোগ অব্যাহত থাকলে আগামি দিনে নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়া বিকল্প থাকবে না। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে গত ২ মে রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে ঐক্য পরিষদ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়। ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এই সময় অধ্যাপক ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক, এ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, কাজল দেবনাথ, জয়ন্ত সেন দীপু, মিলন দত্ত, এ্যাডভোকেট তাপস কুমার পাল, নির্মল কুমার চ্যাটার্জি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণ এখানে দেওয়া হলো :

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনারা আজ এখানে সমবেত হয়েছেন, তজ্জন্যে জানাই কৃতজ্ঞতা। মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে দু'টি প্রতিনিধিদল গত ২৯ এপ্রিল শুক্রবার যশোরের পাশাপোল ও অভয়নগরের মালোপাড়া এবং গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার দক্ষিণ বাশুরিয়া গ্রাম সফর করেছেন। এ দুটি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়েছেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত ও বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সাবেক সভাপতি কাজল দেবনাথ, বর্তমান সভাপতি জয়ন্ত সেন দীপু। এ দলে ছিলেন সর্বশ্রী নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, কিশোর রঞ্জন মন্ডল, সন্তোষ শর্মা, শুভাশীষ বিশ্বাস সাধন, প্রাণতোষ আচার্য্য শিবু, সাগর হালদার, তাপস কুন্ডু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এ সফরের যে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ তা অবহিত করতেই আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন।

প্রিয় সাংবাদিক ভাইয়েরা,

যশোরের পাশাপোল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহীন ও তার বাহিনীর অত্যাচারে ইতোমধ্যে ৩০টি পরিবার দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। যশোর প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের বরাত দিয়ে উক্ত ঘটনাটি গত ৩০ এপ্রিল প্রায় সকল জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে, তার জন্যে, পৃষ্ঠা ২

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় সম্পাদক : বাসুদেব ধর E-mail : parishadbarta@gmail.com মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, ২৬, বীরউত্তম সি আর দত্ত সড়ক, নাহার প্লাজা, ১০ম তলা, (কক্ষ নং, ১০০৮ বি) ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত। ০১৭১৫১৫৮৩৩২